CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-133 ■ 19 February, 2025 ■ আগরতলা ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ৬ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজস্থানে অল ইন্ডিয়া ওয়াটার কনফারেন্সে

চাষযোগ্য জমির ৮০ শতাংশ সেচের আওতায় আনা সরকারের লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আগামী কয়েক বছরে চাষযোগ্য জমির ৮০ সেচ কভারেজ অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ত্রিপুরা সরকার। এর পাশাপাশি বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এরমধ্যে রয়েছে ৪৩টি বন্যা সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও নদীর তীরবর্তী এলাকা রক্ষণাবেক্ষণ করা। মঙ্গলবার রাজস্থানের উদয়পুরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অল ইন্ডিয়া স্টেট ওয়াটার মিনিস্টার্স কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের অধীন জাতীয় জল মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমি এই সম্মেলনে অংশ নিতে পেরে খুবই আনন্দিত। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য দেশের মধ্যে তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। যা ১০,৪৯১ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এটা বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চল, যা ৭০ শতাংশ বনভূমি নিয়ে বিস্তৃত। মূলত, এখানকার অধিকাংশ মানুষ জীবনজীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। দ্রুত প্রবাহিত নদী ও সীমিত জল সঞ্চয় করার সুযোগের কারণে রাজ্যে জল-ভিত্তিক সেচ প্রকল্পের খুব কম সুযোগ রয়েছে। তাই কৃষি ক্ষেত্রের অধিক উন্নয়ন ও কৃষকদের আর্থিক অবস্থার মানোন্নয়নে উন্নত সেচ ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। মোট ভৌগোলিক এলাকার নিরিখে ত্রিপুরায় চাষযোগ্য জমি রয়েছে ২৫ শতাংশ। এখন পর্যন্ত চাষযোগ্য জমির জন্য ৪৭ শতাংশের মতো সেচ ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা কয়েক বছরের মধ্যে চাষযোগ্য জমিতে ৮০ শতাংশ সেচ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থাপনা করার জন্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা, ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণ করা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় জোর দিয়েছে সরকার। আমরা ৯৮টি ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা চিহ্নিত করেছি, যা ৩০ হাজার হেক্টর জমিকে কভার করবে। এজন্য ১৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ত্রিপুরায় ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার রয়েছে। দীর্ঘ বর্ষাকাল ও বিস্তৃত বনাঞ্চল থাকায় আমাদের রাজ্যে প্রচুর ভূগর্ভস্থ জলের সংস্থান রয়েছে। আমরা জাতীয় গড়ের তুলনায় ভূগর্ভস্থ জলের মাত্র ৯.৪৮ ব্যবহার করি। সেচ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ও পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনে জোর দেওয়া হয়েছে। জল শক্তি অভিযান সূচনা হওয়ার পর থেকে বৃষ্টির জল ধরে রাখা, বার্ষিক নিষ্কাশনযোগ্য ভূগর্ভস্থ জলের সম্পদ ২০২৩ সালে ১.০৬৩ বিলিয়ন কিউবিক মিটার থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম ভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় দল ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আগামীদিনে সিপিএমের একটি আসনও থাকবে না। তাঁদের অসংবিধানিক ব্যবহারের কারণে এই আসনগুলিও আগামীদিনে হারাবে। আজ দিশা বৈঠকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিরোধীদলের কোনও বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন।

এরই জবাবে বিরোধীদের একহাত নিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাগুলোকে রাজ্য সরকার দ্বারা বাস্তবায়িত করা হয়। এই পরিকল্পনা গুলোকে সঠিকভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতেই প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর দিশার বৈঠক করা হয়ে থাকে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ সোনার তরী গেস্ট হাউসে দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন ওই বৈঠকে সিপিএমের কোনো বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন না। তাই বিরোধী দলের নেতৃত্বদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিরোধী দলের নেতৃত্বদের ডাকলেও তাঁরা দিশা বৈঠকে আসেন না। আসলে তাঁরা অন্য প্রজাতির

দুনিয়া থেকে এসেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে ভাগ্যক্রমে কংগ্রেসের সাথে জোট হয়ে রাজ্যে কয়েকটা আসন তাঁরা পেয়েছে। তা নাহলে সিপিএম ভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তপায় দল হিসেবে চিহ্নিত ছিল। তাঁদের অসংবিধানিক ব্যবহারের কারণে এই আসনগুলিও আগামী দিন থাকবে না বলে দাবি করেন তিনি।

দিল্লিতে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ ২০শে

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ, তার আগে দিল্লির রামলীলা ময়দানে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা এবং বিজেপি নেতা তরুণ চুগ মঙ্গলবার দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে রামলীলা ময়দানে যান।

বিজেপি নেতা তরুণ চুগ বলেছেন, 'দিল্লির জনতা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে প্রচুর আশীর্বাদ করেছে। দিল্লির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদেশী সিগারেট সহ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চম্পকনগর আউটপোস্ট ও জিরানিয়া থানার পুলিশ একটি গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী সিগারেট আটক করেছে। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে জিরানিয়া থানা এলাকায় একটি গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমাণ বিদেশি সিগারেট আটক করা হয়েছে। এগুলো ধলাই জেলার মনুর দিক থেকে আগরতলার দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ ছেলেকে খুঁজে পেতে মায়ের আর্তনাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। কৈলাসহর কাউলিকুড়া ১ নং ওয়ার্ড এলাকার এক যুবক নিখোঁজ হয়েছে। তাকে ফিরে পেতে পুলিশের দারস্ত হয়েছে নিখোঁজ যুবকের পরিবার। কৈলাসহর কাউলিকুড়া ১ নং ওয়ার্ড এলাকার এক যুবক বেশ কয়েক মাস ধরে নিখোঁজ রয়েছে। তাকে ফিরে পেতে আজ কৈলাসহর থানায় এসে দারস্ত হয় নিখোঁজ যুবকের মা।

ওই এলাকার বাসিন্দা অজিত শব্দকর নামে এক যুবক বিগত কয়েক মাস পূর্বে তার নিজ ঘর থেকে বের হয়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। সম্ভাব্য সব জায়গায় তার পরিবারের লোকেরা খোঁজ নেওয়ার পরও তার কোন সন্ধান পায়নি। কৈলাসহর থানায় মিসিং ডায়েরি করে তার পরিবারের লোকেরা।পাশাপাশি সে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন রোগী বলেও নিখোঁজ যুবকের মা জানায়। পাশাপাশি অজিত শব্দকরকে ফিরে পেতে তার মা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে ছেলেকে খুঁজে পেতে করুণ আর্জি জানায়।

মানব পাচারকারীকে আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরায় মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত দালালদের গ্রেফতারে ফের একবার সাফল্য পেয়েছে পুলিশ।

আগরতলা সরকারি রেল পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের অপরাধ দমন শাখা যৌথ অভিযান চালিয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে এক কুখ্যাত দালালকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তের নাম নিলয় আহমেদ।

পুলিশ সূত্রে খবর, নিলয় আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরায় বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধ অনুপ্রবেশে সাহায্য করে আসছিল। মূলত, এই কাজের জন্য সে মোটা অঙ্কের টাকা নিতো। ধৃত নিলয় আহমেদের বাড়ি ঢাকা যাত্রাপুর জেলায়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপ্লব দেব দিশাহীন ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। 'সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব নিজেই দিশাহীন, তিনি কি দিশা দেবেন।' মঙ্গলবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার দিশা বৈঠকে উপস্থিত থেকে এমনটাই বলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

এদিন সোনারতরী গেস্ট হাউসে পশ্চিম জেলার দিশা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের উপস্থিতিতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা দিশাহীনভাবে চলছে। বিভিন্ন সময় বিরোধীরা সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু সেই বিষয়গুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার কখনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনা। তাই এই দিশা বৈঠকে রাজ্যের সমসাময়িক কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

আগুনে পুড়ল বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বসতঘর সহ রান্নাঘর। ওই ঘটনা অমরপুর শান্তিপল্লী এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা হবে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শান্তি পল্লী এলাকার বাসিন্দা শ্রীবাস সাহার বসতঘর সহ রান্নাঘর মঙ্গলবার কাকভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যায়। বাড়ির মালিক শ্রীবাস সাহা কর্মসূত্রে আগরতলাতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ড্রোন ব্যবহার করে শহরবাসীর জমি জরিপের নতুন উদ্যোগ নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ড্রোনকে কাজে লাগিয়ে সরকার জমির সঠিক পরিমাপ করতে সক্ষম হবে। আগরতলা পৌরনিগম কনফারেন্স হলে ড্রোণের মাধ্যমে নকশা সিটি সার্ভে প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মেয়র। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার আগরতলা পুরো নিগম এবং ত্রিপুরা সরকারের যৌথ উদ্যোগে শনিবার সিটি সার্ভে প্রকল্প নকশা'র শুভ উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়িকা মিনারানী সরকার-সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।মিনিস্ট্রি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ল্যান্ড রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে দেশের ১৫২ টি শহরে ড্রোনের মাধ্যমে জায়গা নির্ধারণ অর্থাৎ নকশা প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। আর দেশের ১৫২ টি শহরের মধ্যে আগরতলা শহরও কেন্দ্রীয় সরকারের এই অত্যাধুনিক প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

আগরতলা শহরবাসীর বাড়ির জমি পরিমাপ করার জন্য এই প্রথম ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে জমির সঠিক পরিমাপ জানা যাবে বলে মনে করছেন পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি জানান, এই উদ্যোগের ফলে শহরবাসীর অনেক সুবিধা হবে এবং জমি সংক্রান্ত জটিলতাও কমবে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে ইরিক্সা আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি যাত্রীবাহী টমটম। ওই দুর্ঘটনায় চালক সহ তিনজন যাত্রী আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আজ দুপুরে ধর্মনগরস্থিত আনন্দনগর মধুবন এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে টমটম নিয়ে তিনজন বন্ধু ঘুরতে গিয়েছিল। ওই সময় ধর্মনগরস্থিত আনন্দনগর মধুবন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তায় উল্টে যায়। তাতে গাড়িতে থাকা চালক সহ চারজন যুবক রাস্তায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণ দেওয়ার নাম করে প্রতারণা, আটক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। লোন দেওয়ার নাম করে মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ আটক করা হল এক যুবককে। ঘটনাটি ঘটে আজ কুমারঘাট এসি কমপ্লেক্স এলাকায়। আটককৃত যুবক কুমারঘাট এসবিআই নামক একটি ট্রেনিং সেন্টারে কর্মরত। তার নাম সহদেব দেববর্মা। লোন দেওয়ার নাম করে সে রেজিস্ট্রেশন বাবদ ৭ জন থেকে প্রায় ১৬০০০ টাকা নেয়। তারপর থেকে সে তাদের এড়িয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। লোন দেওয়ার নামে তালবাহানা শুরু করেছে। এদিকে টাকাও ফেরত দিচ্ছে না।তাই এদিন বিকেলে কুমারঘাট এসি কমপ্লেক্স এলাকায় রাস্তার মধ্যে যাদের কাছ থেকে লোন দেবার নাম করে টাকা নিয়েছে, তারা একত্রিত হলে তাদের দেখে পালিয়ে যেতে চায় ওই যুবক। তার পিছনে ধাওয়া করে তাকে পাকড়াও করে বেঁধে রাখে স্থানীয়রা। এদিকে খবর পেয়ে এলাকাতে পুলিশ দ্রুত গিয়ে তাকে আটক করে কুমারঘাট থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ এধরনের প্রতারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করুক, দাবি এলাকাবাসীর।

বিভিন্ন দাবিতে ক্ষেতমজুর ও কৃষক সভার গণ ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। জনগনের স্বার্থ সম্বলিত ৯ দফা দাবিতে সরব হয়েছে সারা ভারত কৃষক সভা এবং ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ডুকলি মহকুমা কমিটি। এদিন যৌথ উদ্যোগে ডুকলি ব্লকের কৃষি দপ্তরের আধিকারিকের কাছে গনডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

এদিন চন্দন দত্ত এবং মাখন শীলের সভাপতিত্বে সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ দেব, সংগঠনের ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্পাদক রাজকুমার চৌধুরী, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্পাদক পঙ্কজ ঘোষ, সারা ভারত গনতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা স্বপ্না দত্ত, কৃষক আন্দোলনের নেতা কামাল মিয়া আলোচনা করেন। এদিনের সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্যে গত কিছুদিন আগে অতি বন্যার ফলে ডুকলি কৃষি মহকুমা এলাকা সহ রাজ্যের কৃষকদের ব্যাপক ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এমনিতে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য পাচ্ছেনা। এর মধ্যেই এই বিপর্যয়ের ফলে মানুষের নাজেহাল অবস্থা। এই অবস্থায় কৃষক, ক্ষেতমজুরদের পাশে দাঁড়ানো সরকারের কর্তব্য। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পাশে যদি রাজ্য সরকার না দাঁড়ায় তবে আগামীদিন কৃষকরা কৃষিকাজে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বাম কর্মচারী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। শিক্ষক কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী ইউনিফাইড পেনশন স্কিম বাতিল করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের বিরুদ্ধে ময়দানে সরব হলো ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি(এইচ বি রোড)।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মিছিলটি শুরু হয় রাজধানীর মেলারমাঠস্থিত সমন্বয় ভবন থেকে। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে প্যারাডাইস চৌমুহনিতে এক পথসভার আয়োজন করা হয়।

ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া রায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছে, তাতে সাধারণ শমজীবীদের জন্য বরাদ্দ আরো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বাজেট মধ্যবিত্ত এবং গরিব মানুষের হিতে হয়নি। তাই এই বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ ইং
৬ ফাল্গুন, বুধবার, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভিড় ঠেকাইতে নয়া পরিকল্পনা

কুম্ভ মেলা এই বছর বড় ধরনের শিক্ষা দিয়াছে। সরকার ও প্রশাসন এ ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ না করলে ওদের ভবিষ্যতে আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে। অতএব সাধু সাবধান। নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্ট হইয়া মৃত্যুর পর নড়িয়াচড়িয়া বসিল কেন্দ্রীয় সরকার। কুম্ভমেলা চত্বর এবং নয়াদিল্লির দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়া ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন রূপরেখা তৈরি করা হইতেছে। এর মধ্যে রহিয়াছে দেশের ৬০টি ব্যস্ত রেলস্টেশনে স্থায়ী ‘হোল্ডিং জোন’ তৈরি করা। জরুরি পরিস্থিতিতে এই জোনে ভিড়ের একাংশকে সরাইয়া নিয়া যাওয়া

হইবে। এছাড়া আগামী দিনে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামাল দিতে বিশেষ অভিযান চালাইবে ভারতীয় রেল। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সাহায্য নেওয়া হইবে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে কেন্দ্র।গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনগুলিতে ভিড়ের চাপ বাড়িলে ঐ যাত্রীদের হোল্ডিং জোনের দিকে নিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা

হইয়াছে। কোনও ট্রেন আসিতে বা ছাড়িতে দেরি করিলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে যাত্রীদের সতর্ক করিবার ব্যবস্থাও থাকিবে। প্রয়াগরাজের সঙ্গে যুক্ত ৩৫টি রেলস্টেশনের ওপর নজর রাখিতে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ওয়ার রুম তৈরি করা হইয়াছে। দুর্ঘটনার পর শুধু নয়াদিল্লি স্টেশনেই ২০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হইয়াছে। কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশ সংলগ্ন ৪টি রাজ্যে মোট ৩০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে মহাকুম্ভগামী ভিড়ের চাপ অত্যধিক। ভক্তদের ৯০ শতাংশই ওই এলাকার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেছেন। সেদিকে বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করিয়াছে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির প্রশাসন।মহাকুম্ভের সময় ত্রিবেণি সংগমে ডুব দিতে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাবেশ হইতেছে। শাহিস্নানের দিনগুলিতে সংখ্যাটা কয়েক কোটিতে পৌঁছিয়া যাইতেছে। শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, আশপাশের রাজ্যগুলির রেল ও সড়রপথ পুণ্যার্থীদের ভিড়ে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজটে আটকে থাকিতে করিতেছে মানুষকে। এই পরিস্থিতিতে নৌ আটয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়াইয়াছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি মহাকুম্ভের শেষ শাহিস্নানে ফের উপচে পড়িবে ভক্তদের ভিড়। তাহার আগে যাবতীয় প্রস্তুতি সারিয়া ফেলিতে চাইছে সরকার।

বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার সামশেরগঞ্জে, গ্রেফতার ২

মুর্শিদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আধিকারিকরা মঙ্গলবার সকালে তল্লাশি অভিযানে নেমেছিলেন। তাতেই মিলল সাফল্য। অ্যাম্বুল্যান্স করে ওই গাঁজা পাচার হচ্ছিল বলে খবর। এই ঘটনা কপালে ভাঁজ ফেলেছে পুলিশের।

সূত্রের খবর, চকসাপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় এদিন একটি অ্যাম্বুল্যান্সকে দাঁড় করানো হয়। তল্লাশি শুরু হতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে গাঁজা। পাঁচটি বস্তা থেকে মোট ১৪০ কেজি গাঁজা পাওয়া গিয়েছে। তার আনুমানিক বাজারমূল্য ১৪ লক্ষ টাকা।

দুই ব্যক্তি ওই গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিলেন। ধৃত আদিত্য দাসের বাড়ি শিলিগুড়িতে। অনুপ সূত্রধরের বাড়ি আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া এলাকায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, ওই গাঁজা কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থেকে নদিয়ার রানাঘাটে পাচার করা হচ্ছিল।

“আমাকে ফেস করতে পারে না, ...চলে যায়”, বিজেপি-কে তোপ মমতার

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) :“ওরা আমাকে ফেস করতে পারে না। তাই আমি যখন বলতে আসি ওরা চলে যায়।” মঙ্গলবার এই ভাষাতেই বিধানসভায় বিজেপি-কে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে কাগজ ছুড়ে একমাসের জন্য বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন শুভেন্দুবাবু-সহ ৪ বিজেপি বিধায়ক। এরপর রাজ্য সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ এবং সাসপেনশনের কারণ নিয়ে মিথ্যাচার করায় বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিসও দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ বয়কট করে বিজেপি। সিঁড়িতে ধরনা দেয় তারা। এনিয়েই তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিধানসভায় জবাবি ভাষণে বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি বিধায়করা একটি ধর্মকে বিক্রি করে খাচ্ছেন। রাজ্যের শাসকদলকে তা করতে হয় না। তারা সব ধর্মকে নিয়ে চলতে পারে। মঙ্গলবার দুপুরে যখন বাজেট অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী ঠিক সেই সময় বিধানসভার সিঁড়িতে ধরনায় বসেন ‘সাসপেন্ড’ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে তাঁর তোপ, “মা সরস্বতীর অপমানের প্রতিবাদ করায় সাসপেন্ড হতে হয়েছে।” সব মিলিয়ে এদিন এক বেনজির সংঘাতের সাক্ষী রইল বাংলার বিধানসভা।

শুভেন্দুবাবু অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার আদপে মুসলিমের সরকার। হিন্দু ধর্মের হয়ে বলতে গিয়ে তাঁকে সাসপেন্ড হতে হয়েছে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ উড়িয়ে পালটা তোপ দাগেন মমতা। বলেন, “একটা ধর্মকে বিক্রি করে খাচ্ছেন। আমি ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। ধর্ম বেচে খাই না।”

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমার নামে আপনারা কী বলতে বাকি রেখেছেন? আমার আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে রাজনীতি করব না। বারবার আমায় অসম্মান করতে দেব না। লক্ষ্মণরেখা যদি ভাঙবার চেষ্টা করেন তাহলে জবাব দেওয়ার অধিকার আমার আছে।” এরপরই ধর্মের ইস্যুতে বিজেপিকে কার্যত তুলোধোনা করেন মমতা।

ভারতীয়দের শিকল পরিয়ে দেশে ফেরানো নিয়ে প্রশ্ন মমতার

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা সফরে থাকাকালীন কীভাবে ভারতীয়দের শিকল পরিয়ে দেশে ফেরানোর কাজ করতে পারে ট্রাম্প সরকার? প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা কী? মঙ্গলবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিকে ভারত-আমেরিকার আরও নিবিড় সম্পর্কের বার্তা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। অন্যদিকে ‘অভিবাসী’ ভারতীয়দের শিকল পরিয়ে দেশে ফেরাচ্ছে আমেরিকা! মঙ্গলবার বিধানসভার জবাবি ভাষণে বঙ্গ বিজেপি ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। আর সেখানেই তাঁর কথায় উঠে এল আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে ফেরানোর বিষয়।

দিন কয়েক আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। দুজনের হৃদ্যতাপূর্ণ ছবিও প্রকাশ হয়েছে। তারপরেই দেখা গিয়েছে, আমেরিকা থেকে অভিবাসী ভারতীয়দের নিয়ে অমৃতসর বিমানবন্দরে নেমেছে মার্কিন সেনার বিমান।

পাশ্চাত্যের কোনও রঙই কবি জীবনানন্দ দাশকে রাঙাতে পারেনি

স্বপনকুমার মণ্ডল

ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশের কবিতায় শুধু নয়, তাঁর কবিমনস্কতাতেও পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতায় অভিমুখই যেখানে পাশ্চাত্যমুখী, সেখানে তাঁর কবিসত্তায় স্বাভাবিক ভাবেই পাশ্চাত্যের ছায়া কায়া বিস্তারের সম্ভাবনা ছিল। অথচ সেই ছায়ার মায়া অচিরেই তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রবৃত্ত থেকেই নয়, - পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শ থেকেও তাঁর প্রভাবমুক্তি ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র। আধুনিক কবি হিসাবে তাঁর মৌলিক কবিসত্তার স্বতন্ত্র আভিজাত্যের মূলেই ছিল মুক্তির স্বকীয় আকাশ। সেখানে গ্রহণের ফের আছে, আছে মুক্তির অন্তর্লীন গু আলোও। এজন্য পাশ্চাত্য সমকালীন কবিদের প্রভাব এড়িয়েও জীবনানন্দ দাশের অভিযাত্রা এগিয়ে চলেছিল। পাশ্চাত্য প্রভাব এলেও তা তাঁর অগ্রে সক্রিয় হয়ে হাঁটেনি, বরং পশ্চাতে সরে পড়েছে। টি এস এলিয়টের ইতিহাসচেতনা তাঁর কবিসত্তায় নিবিড়তা লাভ করেছে। সেখানে অসীম অতীতচারিতার সঙ্গে সমকালীনতার সমন্বয়ে গড়ে তোলা ঐতিহ্য নিবিড়তা লাভকরে। এলিয়ট তাঁর “Tradition and Individual Talent (1919) প্রবন্ধে জানিয়েছেন “The historical sense which is a sense of timeless as well as the temporal and of the timeless and of the temporal together– is what makes a writer a writer tradition” অন্যদিকে জীবনানন্দ তাঁর ‘কবিতার কথা’য় বলেছেন, “কবির পক্ষে সমাজককে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।” সেই চেতনা ও জ্ঞানে বর্তমান জগতের মূল্যবোধের মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব ও তার কালপ্রবাহ বর্তমান। এজন্য জীবনানন্দের কবিসত্তায় বর্তমানের অস্তিত্বে অতীতের ঐতিহ্য ও আভিজাত্যবোধ এ বারেবারে ফিরে এসেছে। অস্তিত্বের সোপানে কবিমানসের ইতিহাসযাপন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। উর, ব্যাবিলন, নিনেভে, মিশর, পেগান গ্রীস কনফুসিয়াসের চীন থেকে বিদিশা। উজ্জয়িনী বা ধর্মাশোকের ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে তাঁর অবাধ বিচরণ। অবশ্য জীবনানন্দ প্র দাশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনায় মধ্যে সত্তার শূন্যতাবোধে স্মৃতির আশ্রয় নয়, বরং স্মৃতির মধ্যে সত্তাকে খুঁজে পাওয়ার চেতনা বিস্তার লাভ করে। তাঁর কবিসত্তায় exile, anguish, ignominy & misery অর্থাৎ নির্বাসন, যন্ত্রণা, অপমান ও দারিদ্রের আধুনিক বস্তুবিশ্ব থেকে মুক্তির দিশায় স্বকীয় মানসের সেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আকাশ গড়ে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। - সেখানে “বনলতা সেন”-এর “হাজার বছর ধরে আমি হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে”র বিস্তার থেকে ‘রূপসী বাংলা’র “আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়”-এর প্রত্যাশা সবই আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। অন্যদিকে এজরা পাউন্ড ও এলিয়টের চিত্রকল্প (যেমন, বিষন্নতার চিত্রকল্পে “হেমন্তের হিম ঘাস, প্রেতচাঁদ, মরা নদী, শীতের কুয়াশা, শূন্য মাঠ প্রভৃতি) ও ডব্লিউ বি ইয়েটসের স্বপ্নচিত্রের (যেমন, মুখোশপরা ভাঁড়, ক্লাউনের মেলা বা লুপ্ত বিড়ালের শূন্য হাসি প্রভৃতি) ব্যবহারও জীবনানন্দের কবিতায় মধ্যে প্রতীয়মান। অবশ্য ইয়েটসের বার্ধক্যের বিকারে দুঃস্বপ্নের মতো জীবনবিমুখ চেতনা জীবনানন্দে ছিল না। হতাশার মধ্যেও তাঁর জীবনের আরতি বন্ধ হয়ে যায়নি। এজন্য ‘আট বছর আগের একদিন কবিতা’য় শেষে সেই জীবনাসক্তি জেগে ওঠে। হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার। আমিও তোমার মতো বুড়ো হব বুড়ি চাঁদটারে আমি করে দেবো। কালিদহে বেনোজলে পার: ।আমরা দু-জনে মিলে শূন্য করে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার। আসলে জীবনানন্দের কবিতায় পাশ্চাত্য প্রভাব কিছুমাত্র ছায়া পড়লেও তার কায়া কবি জীবনানন্দের স্বকীয়। “বনলতা সেন” কবিতায় এডগার এলান পোর “হেলেনের প্রতি” কবিতাটির চিত্রকল্পের আদলটি উঠে এসেছে। জীবনানন্দের “চুল তার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য “ই পো”র কবিতাটিতে পাওয়া যায়, ‘The hyacinth hair– the classic face “রূপে। “শ্রাবস্তী”-“বিদিশা”ও গ্রীস ও রোমের স্মৃতিতে প্রতিরূপ লাভ করেছে, To the glory that was Greeceœ And the grandeur that was Rome!। অথচ সে-সব চিত্রকল্পের প্রতিরূপ লক্ষ করা গেলেও, তা যে তার অনুরূপ নয়, জীবনানন্দের চিত্রকল্পেই প্রতীয়মান। অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, বরং স্বকীয় কবিসত্তাতেই তাঁর স্বতন্ত্র আভিজাত্য। সনেটের ক্ষেত্রেও তাঁর নিজস্ব কবিসত্তা প্রবহমান। শেকসপিয়রীয় (স্তবক ৮+৬=১৪, অন্তমিল কখখককখখক চছজচছজ), পেত্রার্কীয় (৪+৪+৪+২, কখকখ + গঘগঘ + পফপফ + চচ) বা ফরাসীয় (৮+২+৪) সনেটের কোনো নির্দিষ্ট ছক জীবনানন্দে নেই। তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত গ্রন্থে সনেটে “শকুন” (“ধূসর পাণ্ডুলিপি”) ও “পথহাঁটা” (“বনলতা সেন”) দুটিই তিন চরণের স্তবক (৩+৩+৩+২)। দুটিরই মাত্রা সংখ্যা ২৬ (৮+৮+১০)। আবার রূপসী বাংলার সনেটগুলোয় ২২ থেকে ২৬ মাত্রা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে তাঁর সনেটগুলোর শিল্পরূপ প্রচ্ছন্ন থেকে কবিতার কাব্যগুণকেই পরিস্ফুট করেছে। সেদিক থেকে বলা যায়, পাশ্চাত্যের ছায়াতেও কবি জীবনানন্দের আলো স্বমহিমায় ভাস্বর।

অন্যদিকে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিকণ্ঠ হিসাবে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মতানৈক্য নেই। তাঁর কাব্য-কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক, ভাষা-শৈলি বা প্রকাশের অভিজাত স্বাতন্ত্রোই তা প্রতীয়মান। কবি জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর কবিতা বোঝার জন্য কতকগুলি মতবাদ সম্পর্কে স্বাচ্ছ ধারণা প্রয়োজন। সেগুলি হল, “ইম্প্রেশনিজম” (Impressionism), “ফবিজম” (Fauvism), “ফিউচারিজম” (Futurism), “কিউবিজম” (Cubism). “এক্সপ্রেসিজম” (Expressionism), “সুরিয়ালিজম” (Surrealism) প্রভৃতি মতবাদ প্রথমে শিল্পে এবং পরে সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। অধিকাংশ মতবাদই ফ্রান্সে গড়ে উঠেছে। কোনোটি রঙের, কোনোটি আকার আকৃতির। আবার কোনোটি প্রকাশের প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র। “ইম্প্রেশনিজম” আলো-ছায়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কোনো দৃশ্য দেখার পর মনের আয়নায় যে ছাপ পড়ে শিল্প-সাহিত্যে আলো- ছায়ায় সজীবতা লাভকরে, তাই ইম্প্রেশনিজম- এর প্রভাব। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নানাভাবে তার প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে ইম্প্রেশনিজমের বিরুদ্ধে মূলত চারটি মতবাদ গড়ে ওঠে। ফবিজমের ফব মানে বন্যজন্তু। ১৯০৫-এ এই মতবাদটি গড়ে ওঠে ফ্রান্সে। লুই ভক্সেলেস কথাটি প্রথম চালু করেন। ১৯০৬-এ নিউ ইম্প্রেশনিস্টিক আর্টের বিরুদ্ধে একদল শিল্পী বিদ্রোহ করে চড়া রঙে ও রেখায় প্রাকৃতিক পটভূমিকে নতুন করে তুলে ধরার আন্দোলনে ফবিজম মূর্ত হয়ে ওঠে। চিত্রশিল্পী মাতিসের ছবিতে তার পরিচয় পরিস্ফুট হয়। গাঢ় টকটকে রঙের ব্যবহারই সেখানে প্রাধান্য পায়। রঙই তার প্রাণ-গতি ও নাটকীয়তার প্রকাশ। চিত্রধর্মিতাই তার বিশেষত্ব। জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও তা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে ১৯০৯-এ ইতালিতে গড়ে ওঠা ফিউচারিজমে গতি, ১৯০৭-১৪-তে রাশিয়ায় গড়ে ওঠা কিউবিজমে গঠনে (চিত্রশিল্পী সেজানের স্থাপত্যসুলভ ঘনত্ব প্রকাশে আঁকা ছবিতে তার পরিচয় প্রথম।) এবং ১৯১২-১৩তে গড়ে ওঠা এক্সপ্রেসিনিজমে বিকার প্রাধান্য লাভ করে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কিউজিজম বাদে অন্যগুলি অল্পবিস্তর প্রাধান্য লাভকরে। অন্যদিকে তাঁকে কবিতায় ইম্প্রেশনিস্ট কবির পরিচয় সমধিক। জীবনানন্দ দাশের তার পরিচয় নানাভাবে উঠে এসেছে। তাঁর অসংলগ্ন এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত বিভ্রান্তিকর কবিতায় ইম্প্রেশনিজমের প্রভাব বর্তমান। এছাড়া তাঁর কবিতায় সুদূর প্রসারিত কবিদৃষ্টির বিস্তার, রঙে রূপান্তরিত চিত্রে সময়ের চলমানতা থেকে দেশজ ও গদ্যগন্ধী শব্দের নিরঙ্কুশ ব্যবহার, আলো-অন্ধকারের রূঢ় বৈপরীত্য, আঙ্গিকের ধ্রুপদী শিল্পীদের সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল শৈলীর অনুকরণহীনতা প্রভৃতি মাধ্যমে তার পরিচয় লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য মতবাদগুলি নানাভাবে জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতির মধ্যে সবুজ হয়ে উঠেছে ফবিদমত তার করিতায় নানা রঙে জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতির মধ্যে সবুজ হয়ে উঠেছে। ফবিজম তাঁর কবিতায় নানা রঙে প্রস্ফুটিত। চিল হয়ে ওঠে “সোনালি ডানার চিল”, রৌদ্র হয় “রক্তাভ রৌদ্র”। এসবই ফবিজমের রখের বহুমাত্রিক খেলা। বর্ণবাহারি প্রকৃতি তার মজ্জায়, তার সজ্জায়। জীবনানন্দের কবিতাতেও তা সুলভ। যেমন, “বনলতা সেন” কাব্যের “নগ্ন নির্জন হাত” কবিতায় উঠে এসে সেই বর্ণাঢ্যতা। “রামধনু রঙের কাচের জানালা,। ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায় .... পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ। রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ।” এরকম ফবিজমের নিদর্শন জীবনানন্দের কবিতায় নানাভাবে উঠে এসেছে। “বনলতা সেন” কাব্যের “বনলতা সেন” কবিতায়, “চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা”, “অন্ধকার”-এ “নীল কস্তুরী আভার চাঁদ”, “মহাপৃথিবী” কাব্যের “বিড়াল” কবিতায় “জাফরান-রঙের সূর্য”, “শিকার” কবিতায় “টিয়ার পালকের মতো সবুজ”, “মোরগফুলের মতো লাল” বা “নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল”, “হাওয়ার রাত”-এ “চিতার উজ্জ্বল”, “আমি যদি হতাম”-এ “সোনার ডিমের মতো। ফাল্গুনের চাঁদ”, “সিন্ধুসারস” কবিতায় “হেলিওট্রোপের মত দুপুর” প্রভৃতিতে তার পরিচয় সমুজ্জ্বল। অন্যদিকে একই রঙকে জীবনানন্দ ফবিস্টদের মতো নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন, শাদা রঙের প্রতি কবির তীব্র প্রকাশ নানা ভাবে উঠে এসেছে। “বনলতা সেন”-এর “সবিতা” কবিতায়, “দুধের মতন শাদা নারী”, “মহাপৃথিবী” কাব্যের “হাওয়ার রাত”-এ “স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো। উড়ছে সে, “সিন্ধুসারস” কবিতায়, “জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান”, “পরিচায়ক” কবিতায়, “বরফের মতো শাদা ঘোড়াদের তরে” প্রভৃতি।

অন্যদিকে ফিউচারিজমের সঙ্গেও ফবিজমের অপূর্ব মেলবন্ধনও জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মেলে। “সিন্ধুসারস” কবিতাই তার পরিচয়। আসলে ফিউচারিস্টদের চেতনাতেই রঙের বহুরূপী বিস্তার বর্তমান। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে ফবিজমও এসে পড়ে। রঙের তারতম্যে সময়ের প্রতিফলন ঘটে। চলমান দৃশ্যে রঙের রূপান্তর ঘটে। ভোরে উদিত সূর্য থেকে বিকেলে অস্তগামী সূর্যের রঙেই তা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। সেখানে রঙের তারতম্যে গতির পরিচয় নিবিড়তা লাভকরে। আসলে ফিউচারিস্টদের গতির প্রাধান্যে Motion– Speed আপনাতেই সক্রিয় হওয়ায় তাতে রঙের রূপান্তর স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ান্তরে রঙের রূপও বদলে যায়। ইম্পেশনিজমেও তা লক্ষণীয়। সেখানে ভাবের প্রকাশে আলোআঁধারি রূপবৈচিত্র উঠে আসে। সকাল দুপুরে গড়িয়ে যায়, দুপুর বিকেল হয়ে ওঠে। সেখানে অবশ্য স্মৃতি-সত্তার বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে। অন্যদিকে ফিউচারিস্টদের সময়ের নানামাত্রিক রঙের দীপ্তি নানাভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানে Age of speed প্রকাশই লক্ষ্য। ফিউচারিস্টদের দার্শনিক ভিত্তি বের্গস’র গতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে।

জীবনানন্দ দাশেও তা লক্ষণীয়। রোমান্টিক কবি না হয়েও তাঁর কবিতায় ফিউচারিজমের প্রভাব পড়েছে। “বনলতা সেন” কাব্যের “বুনো হাঁস” কবিতায় রবীন্দ্রনাথের “বলাকা”র ছায়া নবরূপ লাভকরেছে “বুনো হাঁস পাখা মেলে শাই শাঁই শব্দ শুনি তার / এক-দুই-তিন-চার-অজস্র-অপার-”। আবার “মহাপৃথিবী” কাব্যের “হাওয়ার রাত” কবিতায় মশারির উড়ন্ত চিত্রে অভিনব চিত্রকল্প রচিত হয়েছে “এক একবার মনে হচ্ছিল আমার আধো ঘুমের ভিতরে হয়তো- মাথার উপরে মশারি নেই আমার। স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে।” অন্যদিকে ফিউচারিস্টদের যুগজ্বরও জীবনানন্দে প্রতিফলিত। সেদিক থেকে সময়ের গতিতে যেমন age of speed and steel, তেমনই age of fever ও উঠে আসে। গতির বাঁধনহারা প্রকৃতি যেমন যেমন মানুষকে উদ্দীপ্ত করে, তেমনই ক্লান্ত করেও দেয়। অভিজ্ঞতাভারাক্রান্ত কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুচেতনার মধ্য তার বহুমাত্রিক পরিচয় উঠে এসেছে। কখনও তা শঙ্খচিল শালিকের জন্ম চেয়েছেন, কখনও মেঠো ইঁদুরের মতো মৃত্যুকে দেখেছেন, কখনও আবার কমলালেবুর মধ্যে পুনর্জন্ম খুঁজে ফিরেছেন। এজন্য পার্থিব চেতনায় মুগ্ধতাবোধের তীব্রতায় যেমন জন্মভূমির প্রতি তাঁর শ্রেয়বোধের পরাকাষ্ঠা লক্ষ করা যায় (“রূপসী বাংলা” কাব্যের “বাংলার মুখ দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর”), তেমনই পরজন্মে ফিরে আসার চেতনাও বিস্তার লাভ করে (“রূপসী বাংলা”র “আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে, এই বাংলায়”)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔপনিষদিক মৃত্যুচেতনা তথা মৃত্যের মাধ্যমে নবজন্ম লাভের চেতনা জীবনানন্দের ছিল না।

জার্মানের এক্সপ্রেসনিজমের প্রভাবও জীবনানন্দের কবিতায় প্রতীয়মান। তাঁর বিখ্যাত কবি “আট বছর আগের একদিন”-এ তা স্পষ্ট। অসুস্থ মানসিকতা, বিকৃত পরিসর, বিশৃঙ্খল প্রকৃতি প্রভৃতির অস্বাভাবিক প্রকাশই এক্সপ্রেসনিজমের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে খরা-বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে বিপর্যস্ত পৃথিবীর রূপকে তুলে ধরার মাধ্যমে দৃশ্যমান জগতের অস্বাভাবিক রূপকে মূর্ত করে তোলার প্রয়াস সেখানে নিবিড় হয়ে ওঠে। কেননা এই মতবাদে জীবনের কোনো স্বাভাবিক সমাধান নেই। ক্যারিকেচার বা স্থুল রূপের পরিচয়ে তার ভাষাতেও রহস্যময়তা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। দার্শনিক বেনোদাত্ত ক্রোচের সত্যের চেতনায় মতবাদটি দার্শনিক ভিত্তি। সত্যের আধার প্রজ্ঞা (intuition)। আর প্রজ্ঞাই প্রকাশ বা এক্সপ্রেশন। ভ্যানগগের ছবিতে আকৃতি ও বর্ণের বিকৃতিতে তার প্রকাশ লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জার্মানে মতবাদটি আন্দোলিত হলেও এর সূচনা হয়েছিল ফ্রান্সে, চিত্রকর হার্ভের মাধ্যমে ১৯০১-এ। ১৯২৪ পর্যন্ত মতবাদটি সচল ছিল। বাংলায় একে প্রকাশবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ বলা হয়। বাইবের কৃত্রিম প্রকাশের বিপ্রতীপে অন্তরের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের প্রকাশে মতবাদটি স্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয়তা লাভকরে। সেদিক থেকে এক্সপ্রেশনিস্টদের প্রকাশের মধ্যে স্বেচ্ছাচারী, বিস্ফোরকধর্মী, বিশৃখলাপরায়ণ ও গতিশীলতাই কবিতার শৈলী হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই এতে যুক্তি বা সঙ্গতির অভাববোধ তীব্র মনে হয়। কবিতায় উদ্ধৃতির যদৃচ্ছা ব্যবহার হতে শুরু করে, ছন্দ ভেঙে যায়, ভাবেও অসঙ্গতি আসে। বারটোল্ড রেখট, স্ট্রিন্ডবার্গ প্রমুখের নাটকে, রবীন্দ্রনাথের “তাসের দেশ” নাটকে অনুভূতির আবেগময় অভিঘাতে তার পরিচয় বর্তমান। অন্যদিকে জীবনানন্দের “আট বছর আগের একদিন” কবিতার মধ্যে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৯১২-তে এক্সপ্রেশনিস্ট লেখক গটফ্রিড বেন “লাসকাটা ঘর” নাম দিয়ে একটি লিফলেট ছড়িয়েছিলেন। “লাসকাটা ঘর” এর কথা “আট বছর আগের একদিন” কবিতাতেও বর্তমান। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় পারিবারিক সুখী জীবন পেয়েও আত্মহত্যা করে সেই “লাসকাটা ঘর”-এ টেবিলের উপরে শায়িত লোকটির মৃত্যুর কারণ থেকে বাদাহীনের পথের কথায় এক্সপ্রেশনিজমের পরিচয় নিবিড় হয়ে উঠেছে। রহস্যময় উপস্থাপনায় অতিরঞ্জিত প্রকাশে ভাষা স্বাভাবিক ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে: “কোনোদিন জাগিবে না আর/ জানিবার গাঢ় বেদনার। অবিরাম অবিরাম ভার। সহিবে না আর-”। এই কথা বলেছিলো তারে চাঁদ ডুবে “চলে গেল-অদ্ভুত আঁধারে। যেন তার জানালার ধারে। উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এল।” আবার মজাদার নাটকীয় বিভঙ্গী উঠে এসেছে “অশ্বত্থের শাখা। করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে করেনি কি মাখামাখি?। থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে। বলেনি কি ” বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?। চমৎকার।/ ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার! জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?” শুধু তাই নয়, ভাষার কুহেলিকা অভিব্যক্তিকে আরও রহস্যঘন করে তুলেছে “অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়। আরো এক বিপন্ন বিস্ময়। আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে। খেলা করে। আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লান্ত ক্লান্ত করে;”। যদিও এই ভাষার কুহেলিকা জীবনানন্দ দাশের পূর্বেও লক্ষ করা যায়। তাঁর ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র “বোধ” কবিতায় সেই বোধের পরিচয়ে তারই উত্তরসূরি। “আলো-অন্ধকারের যাই মাথার ভিতরে / স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে; স্বপ্ন নয় শান্তি নয়- ভালোবাসা নয়, হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়; আমি তারে পারি না এড়াতে”। সেই বোধই আরও ঘনীভূত হয়ে “আট বছর আগের একদিন” এ অভিব্যক্ত হয়েছে। অন্যদিকে জীবনানন্দের আরও অনেক কবিতাতেই ভাষার কুহেলিকায় প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাঁর বস্তুবিশ্ববিমুখী মনের মগ্নচৈতন্যের ভাষায় এক্সপ্রেশনিজমের পথ বেয়েই তাঁর সুরিয়ালিজম বা পরাবাস্তবতা বা অধিবাস্তবতার প্রকাশ নিবিড় হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুরিয়ালিজমের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। বাংলায় তিনিই সুরিয়ালিস্ট কবি হিসাবে নন্দিত হন। রিয়াল বা বাস্তবের চেয়েও অতি বাস্তব বা বাস্তবের অন্তরে আরও গভীর বাস্তবচেতনায় সুরিয়ালিজমের বিস্তার। অবশ্য তা যেমন কবিতায় অবচেতন মনের ছবি আঁকা নয়, তেমনই বিভিন্ন ভাবে কল্পনার জগতের হদিশ দেওয়াও নয়। চেতন ও অচেতন, অন্তর ও বাইরের জগতের মধ্য দৈহিক ও মানসিক বেড়া ভেঙে দেওয়াই তার বিশেষত্ব। বাস্তব ও কল্পনার মাঝের মানসিক ব্যবধান সেখানে অস্বীকৃত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তীব্র অভিঘাতে ১৯১৫-১৬তে ডাডাইজমে যে শিল্প-সাহিত্যের প্রচলিত বিবিধ প্রথা, রীতি বা বক্তব্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা জেগে ওঠে, তার প্রতি বিরূপ হয়ে ডাডাবাদীদেরই কিছু লেখক সুরিয়ালিজমে সামিল হয়েছিলেন। স্মরনীয়, উদ্দেশহীন ডাডাইজম বেশিদিন টেকেনি। ১৯২২-এ শেষ হয়ে যায়। আর ১৯২৩-২৪-এ সুরিয়ালিজমের যাত্রা শুরু হয়। মনস্তাত্বিক অঁদ্রে রেতো এই মতবাদের হোতা। এতে অবচেতন মনের অর্গল গেল খুলে, চেতনমনের যুক্তিশৃঙ্খল হল মুক্ত। স্বাভাবিক ভাবেই রচনায় এল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের প্রকাশ মূর্ত হয়ে প্রতিমায় আবেদনক্ষম হয়ে উঠল। আসলে যা ছিল ভাবজগতে, তাই চিন্তা-কল্পনা আর স্বপ্নে একীভবন হয়ে প্রকাশিত হল। সেখানে চেতন মনের বাস্তবতার সঙ্গে মগ্নচৈতন্যের অতিবাস্তবতার অপূর্ব প্রকাশে সুরিয়ালিজম বা পরাবাস্তবতা বা অধিবাস্তবতার বৈপ্লবিক প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই শিল্প সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়ে। কনকনে শীতের প্রকাশে গায়ে কাঁটা দেয় যেমন বোঝা যায়, শরীর হিম হয়ে ওঠার অনুভূতি জেগে ওঠে। রবীন্দ্রসঙ্গীত হাল্কা-ভারী না হলেও বর্ষায় হাল্কা রবীন্দ্রসঙ্গীত চালিয়ে খিচুরি খাওয়ার আনন্দ উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না। সেখানে মনের অবচেতনের সীমা ছেড়ে মগ্ন চৈতন্যলোকে ডুব দিয়ে জীবন ও জগতের অপার রহস্য উদঘাটনে শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রয়াস চলে। চোখের দেখায় নয়, অতল মনের চেতনাই তাতে সুগভীর ও সুদূর প্রসারিত। সেক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা নয়, তার অভিব্যঞ্জনাই কবিতার স্বতন্ত্র প্রকাশকে আবেদন করে তোলে। সুরিয়ালিজমের বিশেষত্বগুলি নানাভাবেই জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নিবিড়হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, প্রকাশের স্বকীয় কবিসত্তাতেই মতবাদটি তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। ইতিহাসচেতনা, সমাজচেতনা, ইন্দ্রিয়ঘনত্ব প্রভৃতির প্রকাশে তাঁর জীবনসন্ধানী মনের চলনে সুরিয়ালিজমের ঘনিষ্ঠ যোগ। দীপ্তি ত্রিপাঠী মনে করেন, “ধূসর পাণ্ডুলিপি’র (১৯৩৬)“পরস্পর” কবিতা থেকে জীবনানন্দের সুরিয়ালিজমের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম কাব্য “ঝরাপালক” (১৯২৭)-এ ইমেজিস্টদের প্রভাব ছিল তীব্র। অন্যদিকে যুক্তিগ্রাহ্য বা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও সুরিয়ালিজমের ফ্যান্টাসি বা যোগসুত্রহীন কাল্পনিক কবিতাগুলিও মনকে আকৃষ্ট করে তোলে।

জীবনানন্দের অধিকাংশ বিখ্যাত কবিতাতেই সুরিয়ালিজমের ছায়া প্রতীয়মান। “বনলতা সেন” কবিতায় তাঁর অপূর্ব প্রকাশ। ‘হাজার বছর ধরে আমি পথ হাটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে। অনেক ঘুরেছি আমি। বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে। সেখানে ছিলাম আমি। আরও দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে। আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন, আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন......। সনেটটিতে “হাজার বছর ধরে” বাংলা বা বাঙালির ইতিহাস ধরে অগ্রসর হলে পথ শুধু আরও প্রাচীনত্বে বা তার আভিজাত্যে অথবা তার ধূসর-অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে হারিয়ে যায় না, ইতিহাসচেতনায় তালগোল পাকিয়ে তোলে। অথচ তার কালপরিচয়ের মধ্যেই অমোঘ আকর্ষণ ‘আমি’ত্বের পরিচয়কে অপূর্ব ভাবসৌন্দর্য্য দান করে। “বনলতা”ও পাঠকের মনোলতাকে নিজের দিকে টেনে রাখে। অন্যদিকে “বনলতা সেন” (১৯৪২) কাব্যের “হরিণেরা” বা “অবশেষ” প্রভৃতি কবিতাতেও সেরূপ পরিচয় বিদ্যমান। স্বপ্নের চিত্রকল্প সেখানে স্বপ্নেই মিশে গেছে। অন্যদিকে জীবনানন্দের কাব্যিক উৎকর্ষে সুরিয়ালিজমের পরশ বহুমাত্রিক। “রূপসী বাংলা” (১৯৫৭-এ কাব্যটি প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলি অনেক পূর্বে লেখা।) কাব্যের মৃত্যুচেতনায় বা স্মৃতিমেদুর আবেগের মধ্যেও তার বিস্তার লক্ষ করা যায়। ‘আবার আসিব ফিরে’ বা “বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি” প্রভৃতি সনেটের মধ্যেও সেই ভাবসৌন্দর্য্য উঠে এসেছে। অন্যদিকে “মহাপৃথিবী” (১৯৪৪) কাব্যের “শ্রাবণ রাত”, “স্বপ্ন”, “নিরালোক”, “সাতটি তারার তিমির” (১৯৪৮) কাব্যের “ঘোড়া”, “সেই সব শেয়ালেরা”, “হাঁস” প্রভৃতি কবিতায় সুরিয়ালিজমের পরিচয় নিবিড় হয়ে আসে। “ঘোড়া” কবিতাটিকে জীবনানন্দের সুরিয়ালিয়াস্টিক চেতনাই স্বতন্ত্র আভিজাত্য প্রদান করেছে। ঘোড়ার মধ্যে দিয়ে জীবনের ইতিহাস নয়, ইতিহাসের মধ্যে রহস্যময় অপরাজেয় জীবনের অস্তিত্ব অভিনব ভাষ্য লাভ করে। “আমরা যাইনি মরে” আজো-তবু কেবলি দুশোর জন্ম হয়। মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে।। প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন-এখনও ঘাসের লোভে চরে। পৃথিবীর কিমাকার ডাইনোমোর পরে...। আসলে জীবনানন্দ দাশের কবিচেতনায় সভ্যতাবিমুখতায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যত প্রসারিত হয়েছে, ততই তাঁর মননবিশ্বে সুরিয়ালিজমের প্রভাব তীব্রতা লাভকরেছে। সত্যসন্ধানী কবির মানসনেত্রে বাস্তবের অতিরেকে অতিবাস্তবের পরশ তাই স্বাভাবিক মনে হয়। আবার সেই কবি সভ্যতার নগ্ন বাস্তবতাকেই শুধু নয়, নগ্ন মানসচিত্রের সুগভীর চিত্রকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ক্যামেরাম্যান হয়ে থাকেননি, শিল্পীর তুলিকে লেখনী করে তুলে তাকে জীবননিষ্ঠ করে তুলেছেন, জীবনসত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। এজন্য জীবনানন্দের সত্যসুন্দর মূর্তি পরাবাস্তবতার আবেশের ঘোরে বন্দি না থেকে জীবনপ্রত্যয়ী চেতনায় প্রতিমার হাতছানি বয়ে আনে। শেষ পর্যন্ত তিনি যে কোনো মতবাদে আবদ্ধ না থেকে মুক্ত জীবনানন্দে সমান সচল কবি হিসাবেই তাঁর স্বকীয় প্রকাশ আকাশ হয়ে উঠেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় দ্বারা ভারত কৃষক সভার উদ্যোগে গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতায় ব্যান্ডেল চিজের অস্তিত্ব সঙ্কটে, জিআই ট্যাগের আবেদনই করেনি

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতার জন্য ৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো ঐতিহ্য ব্যান্ডেল চিজ (গরুর দুধ থেকে তৈরি বিশেষ পনির)-এর অস্তিত্ব সঙ্কটে। আগে সাতটি পরিবার ব্যান্ডেল চিজ তৈরি করত, কিন্তু এখন একটি মাত্র পরিবার এটি তৈরি করছে এবং তাও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁরা তা তৈরি করা এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হুগলিতে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বহনকারী ব্যান্ডেল চিজের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টায় কোনও আগ্রহ দেখায়নি। সম্প্রতি বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য শমীক ভট্টাচার্য এই বিষয়ে সংসদে জিআই ট্যাগ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয়, রাজ্য সরকার অথবা কোনও স্টেকহোল্ডার ব্যান্ডেল চিজের জিআই রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনও আবেদন জমা দেয়নি।

বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেছেন, স্থানীয় উৎপাদকদের উৎসাহিত করা, এর ঐতিহ্য রক্ষার জন্য জিআই ট্যাগ গুরুত্বপূর্ণ। তবু সরকারি উদাসীনতার কারণে ঐতিহ্যের এই জিনিসটি অজানাই রয়ে গেছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, রাজ্য সরকার এই নিয়ে নীরব কেন? স্থানীয় উৎপাদকদের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা কেন দেওয়া হয়নি? সরকার কি শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের অনন্য রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্য রক্ষায় পদক্ষেপ নেবে? ব্যান্ডেল চিজ-এর যথাযথ স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। বাংলার রসগোল্লা জিআই ট্যাগ পেয়েছে, যেখানে ছানা তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ব্যান্ডেল থেকে। দেশে সর্বপ্রথম পনির তৈরি হয়েছিল হুগলি থেকে।

আমরা যদি ব্যান্ডেল চিজের ইতিহাসের কথা বলি, তবে এটি ব্রিটিশ সরকারের গেজেটিয়ারেও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু পুরনো ইতিহাসের বইতেও এর উল্লেখ আছে। ব্লুমবার্গ বিজনেস ম্যাগাজিন, ২০১৭ সালের একটি সমীক্ষায়, ''ব্যান্ডেল চিজ''-কে বিশ্বের শীর্ষ ১২টি পনিরের মধ্যে একটি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা এখন খুঁজে পাওয়া বিরল। এছাড়াও কিছু নামকরা শেফ এই ব্যান্ডেল চিজ পছন্দ করেন। সম্প্রতি বিখ্যাত মিশেলিন তারকা শেফ বিকাশ খান্নাও নিউইয়র্কে তার মিশেলিন স্টার রেস্তোরাঁ ''বাংলা''তে ব্যান্ডেল চিজ ব্যবহার করেছেন। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় ব্যান্ডেল চিজ খেতে ভালোবাসতেন।

ব্যান্ডেল চিজ অথবা পনিরের ইতিহাস

ব্যান্ডেল চিজ ছোট গোলাকার আকারে এক ইঞ্চি চওড়া এবং এক-চতুর্থাংশ পুরু আকারে বিক্রি হয়। এটি দু''টি প্রকারে পাওয়া যায়, স্মোকড এবং প্লেইন। এটি সংরক্ষণ করার জন্য, অতিরিক্ত লবণ উভয়ই যোগ করা হয়। পর্তুগাল থেকে আসা লোকজন প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে ছানা বা পনিরের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। পর্তুগিজরা পনির পছন্দ করত, যা তারা দুধে অম্ল পদার্থ দিয়ে তৈরি করত। ভারতে তো দুধ কেটে যাওয়া অশুভ মনে করা হত। এখানে বেশির ভাগ মিষ্টি তৈরি হতো খই থেকে। থমাস বোয়ারের বই জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ অ্যারাউন্ড দ্য বে অফ বেঙ্গল ১৬৯০-১৭৮০ অনুসারে, পর্তুগিজরা ঘি এবং মাখনের সঙ্গে পনিরকে জাভায় রফতানি করত। স্মোকড করা চিজ সম্ভবত ডাচদের কাছ থেকে একটি উপহার, যাদের স্মোকড করা গৌডার প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। পর্তুগিজরা পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় লোকদের নিয়োগ করেছিল প্রচুর পরিমাণে ব্যান্ডেল চিজের উৎপাদনের জন্য। এভাবেই পনির তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাঙালিরা পরিচিত হয়। পর্তুগিজ রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্য নিয়ে এখন অনেক গবেষণা কাজ করা হচ্ছে।

জিআই ট্যাগ দিয়ে এই ঐতিহ্যের সংরক্ষণ সম্ভব: সৌরভ গুপ্তা

দ্য হোল হগ ডেলির প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মী সৌরভ গুপ্ত বলেছেন, ব্যান্ডেল চিজের অনন্য স্বাদের পাশাপাশি এর গল্পটিও খুব অনন্য। এর পুরো কৃতিত্ব যায় করোনা পিরিয়ড ---এ। লকডাউন চলাকালীন, পলাশ ঘোষের পরিবার, যিনি অন্যান্য দোকানদারদের সঙ্গে বান্ডেল চিজ তৈরি করেছিলেন, তাঁরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন। এই সময় দোকান বন্ধ থাকায় ব্যান্ডেল পনির প্রস্তুতকারক পলাশ ঘোষের দোকানে তৈরি ১২০০ কেজি পনির নষ্ট হয়ে গেলে তার ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে তাকে তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। সামান্য চাহিদা দেখে তার বাবা খুব কম পনির তৈরি করতে পারলেও তা থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেননি। সৌরভ গুপ্তা জানান, এই পনিরের কথা শুনে তিনি পলাশ ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। পলাশ জানান, পনির তৈরির সেই পরিবারগুলোর মধ্যে ব্যান্ডেল অন্যতম, যারা পাঁচ শতাধিক বছরের পুরনো ঐতিহ্যকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। তার পরিবার গত ১১ প্রজন্ম ধরে ব্যান্ডেল পনির তৈরি করে আসছে। পলাশ ঘোষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা সৌরভ গুপ্তা বলেছেন, ব্যান্ডেল পনিরের চাহিদা দেখে তিনি তার অনলাইন ব্যবসা দ্য হোল হগ ডেইলির মাধ্যমে হোটেল এবং লোকেদের কাছে পনির সরবরাহ করা শুরু করেছিলেন। চাহিদা অনুযায়ী, ব্যান্ডেল চিজ এখন শুধু কলকাতা নয়, সারা দেশে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যদি এটি জিআই ট্যাগ পায় তবে এটি সরকারের কাছ থেকে সুরক্ষাও পাবে এবং সারা বিশ্বের মানুষও এটি সম্পর্কে তথ্য পেতে সক্ষম হবে।

ব্যান্ডেল চিজ নাম পেয়েছে, তার জায়গার নাম থেকে। ব্যান্ডেল হল পশ্চিমবঙ্গের হুগলির একটি জায়গা, যেখানে আগে পর্তুগিজদের উপনিবেশ ছিল। তারা এই স্থানে বসবাসরত গোপালকদের নিয়োগ করেছিলেন। যেহেতু ব্যান্ডেল চিজ তৈরি করতে ভালো মানের গরুর দুধের প্রয়োজন হয়, তাই দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা ব্যান্ডেল চিজ তৈরি করেন। তাঁরা পর্তুগিজদের কাছ থেকে পনির তৈরির কাজ শিখেছিলেন। হুগলি জেলায় সাতটি পরিবার ব্যান্ডেল পনির তৈরি করতো এমনই তথ্য পাওয়া যায়, যার মধ্যে এখন শুধুমাত্র একটি পরিবার ব্যান্ডেল পনির তৈরি করছে। ব্যান্ডেল পনির পুনরুজ্জীবনের জন্য, এটির সরকারি সুরক্ষা প্রয়োজন।

ওড়িশার কলেজে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু, ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ বাবার

ভুবনেশ্বর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কিট কলেজে রহস্যজনক মৃত্যু হল এক নেপালি ছাত্রীর। ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্র অদ্বিক শ্রীবাস্তবকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে, ১৭ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করার পর ওই দিনেই তাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে, প্রমাণ হিসাবে নথি এবং ইলেকট্রনিক গ্যাজেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ছাত্রীর বাবা বলেন, আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে যে তাকে হয়রানি করা হয়েছিল এবং মানসিকভাবে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছিল যার কারণে সে আত্মহত্যা করেছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা ৮২৮০৩৩৮৩০১-এ ভুবনেশ্বর-কটক কমিশনারেট পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবারও বিক্ষোভ অব্যাহত কলেজে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, আমরা শুধু এমন একটি ছাত্র সংগঠন চাই, যেটি কলেজ থেকে স্বাধীন এবং আমাদের রক্ষা করবে। কেন এমন ঘটনা ঘটছে, সে বিষয়ে ফ্যাকাল্টির পক্ষ থেকে স্বচ্ছতা দেওয়া উচিত। একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে, কোনও একদিন আমাদের সঙ্গেও এমন আচরণ করা হতে পারে।

সল্ট লেকের অগ্নিদগ্ধ বাড়িতে বাসিন্দার মৃত্যু

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সল্ট লেকের ডিএ ব্লকে অগ্নিদগ্ধ একটি বাড়িতে সোমবার রাতে ভিতরে আটকে গিয়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। ঘটনাস্থলে যায় দলকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন।

ডিএ ব্লকের ৪ নম্বর বাড়িটির দোতলায় আগুন লাগে আচমকা। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ আগুনের শিখা দেখতে পান প্রতিবেশীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন

ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপ্লব সাশ্রয়ী উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের ক্ষমতায়ন

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৫: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত বর্তমানে রূপান্তরমূলক বিপ্লব প্রত্যক্ষ করছে এবং এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্ব। ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, সরকার সরাসরি একটি এআই ইকোসিস্টেমকে উৎসাহিত করছে যেখানে কম্পিউটিং শক্তি, জিপিইউ এবং গবেষণার সুযোগগুলি সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

মোদী সরকার নিশ্চিত করেছে যে এআই কেবল সুবিধাপ্রাপ্ত কয়েকজনের জন্য নয় এবং বড় প্রযুক্তি সংস্থা এবং গ্লোবাল জায়ান্টরাই তার উপর আধিপত্য বিস্তার করবে না। গ্রাউন্ড-ব্রেকিং নীতিগুলির মাধ্যমে, মোদী সরকার শিক্ষার্থী, স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবকদের বিশ্বমানের এআই পরিকাঠামো উপলব্ধ করতে সক্ষম করে, বাস্তবিক স্তরে একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করছে। ইন্ডিয়াএআই মিশন হোক বা এআইয়ের জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন, মোদী সরকারের এই সমস্ত উদ্যোগ দেশের বাস্তুতন্ত্রকে উন্নত করতে আগ্রহী।

একনজরে দেখে নেওয়া যাক ভারতকে গ্লোবাল এআই লিডার বানাতে মোদী সরকার কী করছে:

ইন্ডিয়া এআই মিশন: অগ্রণী ব্যবহারযোগ্য এআই:

ভারতের এআই ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে মোদী সরকার ২০২৪ সালে ১০,৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা সহ ইন্ডিয়াএআই মিশনের অনুমোদন দেয়। আগামী পাঁচ বছরে এই অর্থবরাদ্দ ভারত এআই মিশনের বিভিন্ন উপাদানকে অনুঘটক হিসাবে চিহ্নিত করবে।

একটি উচ্চমানেক এবং সর্বশেষ সাধারণ কম্পিউটিং সুবিধা কর্তৃক সমর্থিত, ভারত এআই মিশন এখন ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দেশীয় এআই সমাধানগুলিকে কার্যকর করার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। এআই মডেলটি প্রায় ১০০০০ জিপিইউগুলির গণনা সুবিধা দিয়ে শুরু হচ্ছে। শিগগিরই বাকি ৮৬৯৩ জিপিইউ এর সাথে যুক্ত হবে।

জিপিইউ পরিকাঠামো ও মুক্ত জিপিইউ মার্কেট:

ইন্ডিয়া এআই মিশন চালু হওয়ার ১০ মাসের মধ্যে, নোডাল মন্ত্রক এক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে এবং প্রায় ১৮,৬৯৩ গ্রাফিক প্রসেসিং ইউনিট, জিপিইউগুলির একটি উচ্চমানের সর্বশেষ এবং শক্তিশালী সাধারণ কম্পিউটিং সুবিধা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এটি ওপেন সোর্স মডেল ডিপসিকের প্রায় নয় গুণ এবং চ্যাটজিপিটির প্রায় দুই তৃতীয়াংশউ উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারতের জিপিইউ মার্কেটপ্লেস খোলার পথিকৃৎ হয়ে উঠেছে মোদী সরকার এবং এটি ভারতে জিপিইউ মার্কেটপ্লেস খোলার কোনো প্রথম সরকার, যারা ছোট স্টার্টআপ, গবেষক এবং শিক্ষার্থীদের উচ্চ-পারফরম্যান্সযুক্ত কম্পিউটিং সংস্থানগুলিতে ব্যবহার করতে সক্ষম করে তুলেছে, যেখানে বড় দেশগুলির এআই বাজারে প্রায় বড় শিল্পসংস্থাসমূহেরই আধিপত্য রয়েছে।

মোদী সরকার আগামী কয়েক দিনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন সংস্থাগুলিতে এআই বিকাশের জন্য ১৮,০০০ হাই-এন্ড জিপিইউ-ভিত্তিক কম্পিউট সুবিধা উপলব্ধ করবে এবং এর মধ্যে ১০,০০০ ইতিমধ্যেই উপলব্ধ রয়েছে। এছাড়া ১৮ হাজার ৬৯৩টি জিপিইউ সরবরাহ করবে এমন ১০টি প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করেছে সরকার।

উপরন্তু, ভারত আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট (জিপিইউ) এর বিকাশ করবে এবং আগামী ১০ মাসের মধ্যে একটি দেশীয় ভাবে গড়ে তোলা এআই প্ল্যাটফর্ম আশা করা যাচ্ছে। সরকার শীঘ্রই একটি সাধারণ গণনা সুবিধা চালু করবে যেখানে স্টার্টআপস এবং গবেষকরা কম্পিউটিং শক্তি ব্যবহার করতে পারবেন। গ্লোবাল জিপিইউ ব্যবহারের জন্য যেখানে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২.৫ ডলার থেকে ৩ ডলার খরচ হয়, সেখানে মোদী সরকার প্রতি ঘণ্টায় মাত্র ১ ডলারে এটি অফার করবে। গবেষক, স্টার্ট-আপ, শিক্ষাবিদ, কলেজ, আইআইটি, সকলেই এই কম্পিউট প্ল্যাটফর্মের নাগাল পেতে পারবেন এবং তাঁরা ফাউন্ডেশনাল মডেল চালু করতে পারবেন।

ইন্ডিয়াএআই ডেটাসেট প্ল্যাটফর্ম: ওপেন ডেটা সহ এআই উদ্ভাবনকে সক্ষম করা:

ডেটা হ''ল জ্বালানী যা এআই গবেষণা এবং উদ্ভাবনকে পরিচালিত করে এবং সমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যময় এবং প্রচুর ডেটাসেট ছাড়া সবচেয়ে দক্ষ ডেটা বিজ্ঞানী এবং বিকাশকারীরাও সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হন। এটি উপলব্ধি করে, মোদী সরকার বৃহত্তর গবেষক সম্প্রদায়ের কাছে উন্মুক্ত ডেটাসেটগুলি ব্যবহারযোগ্য করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ইন্ডিয়াএআই ডেটাসেট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকার উচ্চমানের, অ-ব্যক্তিগত ডেটাসেটগুলির ব্যবহারকে সহজতর করার লক্ষ্য নিয়েছে, একটি ইউনিফাইড ডেটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে যা ভারতীয় স্টার্টআপ এবং গবেষকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারযোগ্য ও এআই-চালিত উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করে। এই এআই ডেটাসেট প্ল্যাটফর্মটিতে বেনামী ডেটার বৃহত্তম সংগ্রহ থাকবে যা উদ্ভাবনকে চালিত করবে এবং এআই অ্যাপ্লিকেশনগুলির ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলবে।

এআই সেন্টার অব এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠা:

২০২৩ সালে, মোদী সরকার নয়াদিল্লিতে স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি এবং সুস্থায়ী শহরগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনটি এআই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (সিওই) প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিল। ২০২৫ সালের বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে এআইয়ের জন্য একটি নতুন উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষায় এআইয়ের উৎকর্ষ কেন্দ্রটি হ''ল ঘোষিত চতুর্থ কেন্দ্র।

সরকার দক্ষতার জন্য পাঁচটি জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্রের পরিকল্পনার কথাও প্রকাশ করেছে, যা যুবকদের শিল্প-প্রাসঙ্গিক দক্ষতায় সাজিয়ে তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ''মেক ফর ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড'' কর্মসূচির সহায়তায় আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হবে।

ভারতের বড় ভাষা মডেলের ভিত্তি :ভারত কেবল একটি শক্তিশালী এআই বাস্তুতন্ত্রকেই বিকাশ করছে না, ইতিমধ্যে এর ভিত্তিগত এআই মডেল তৈরি করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার নিশ্চিত করেছে যে ভারতের এআই অগ্রগতি স্বদেশীয়। ইন্ডিয়াএআই প্রস্তাবের আহ্বানের মাধ্যমে এলএলএম এবং এসএলএম সহ দেশীয় ভিত্তিগত এআই মডেলগুলি বিকাশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ চালু করা হয়েছে।

এর উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলির মধ্যে একটি হ''ল ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিনী, ভারতের এআই-নেতৃত্বাধীন ভাষা অনুবাদ প্ল্যাটফর্ম যা ভয়েস-ভিত্তিক সুবিধা সহ ভারতীয় ভাষাগুলিতে ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল পরিষেবাগুলিকে সহজে ব্যবহার সক্ষম করতে এবং ভারতীয় ভাষাগুলিতে সামগ্রী তৈরিতে সহায়তা করার চেষ্টা করে।

ভারতজেন বিশ্বের প্রথম সরকারি অর্থায়নে তৈরি

সমস্ত ভাল কাজের বিরোধিতা করা সপা-র অভ্যাসে পরিণত হয়েছে : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সমাজবাদী পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর কথায়, রাজ্যের স্বার্থে সমস্ত ভাল কাজের বিরোধিতা করা সপা-র অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন সভায় বক্তব্য রাখার সময় যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'এটা আপনাদের সমস্যা, আপনারা (সমাজবাদী পার্টি) প্রতিটি ভালো কাজের বিরোধিতা করেন, যা রাজ্যের স্বার্থে। এই ধরনের বিরোধিতার নিন্দা করা উচিত। এই লোকজন নিজেদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াবে, কিন্তু সরকার যদি অন্যের ছেলেমেয়েদের সুযোগ-সুবিধা দিতে চায়, তাঁরা তাঁদের উর্দু পড়াতে বাধ্য করবে, তাঁরা চায় তাঁরা মৌলবি হোক।' যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন উপভাষা, ভোজপুরি, আওয়াধি, ব্রজ এবং বুন্দেলখণ্ডি এই সভায় সম্মান পাচ্ছে এবং আমাদের সরকারও এই সবের জন্য বিভিন্ন একাডেমি গঠনের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সভা কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্যিক এবং ব্যাকরণ পণ্ডিতদের জন্য নয়। কেউ যদি হিন্দিতে সাবলীলভাবে কথা বলতে না পারে, তবে তার ভোজপুরি, আওয়াধি, ব্রজ বা বুন্দেলখণ্ডিতেও নিজস্ব মতামত উপস্থাপনের অধিকার পাওয়া উচিত।'

হজ যাত্রার জন্য ফিটনেস প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই জরুরি : কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু মঙ্গলবার দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হজ যাত্রীদের জন্য ফিটনেস সচেতনতা কর্মসূচিতে অংশ নেন। হজ যাত্রীদের সুস্থতা ও ফিটনেসের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। কিরেন রিজিজু বলেন, হজ যাত্রার জন্য ফিটনেস প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই জরুরি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, 'ভারত থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ হজ যাত্রায় যান। এ জন্য স্বাস্থ্য ভালো থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লি হজ কমিটি খুব ভালো ব্যবস্থা করেছে। হজ যাত্রার জন্য ফিটনেস ট্রেনিং দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাতে সেখানে পৌঁছনোর পর তাঁদের কোনও সমস্যা না হয়। আমি দিল্লি হজ কমিটি এবং পুরো টিমের প্রশংসা করতে চাই। তারা খুব ভালো কাজ করেছে।' দিল্লি রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারপার্সন এবং বিজেপি নেত্রী কাউসার জাহান বলেন, 'হজ যাত্রায় শারীরিক সুস্থতা একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। আমরা হজযাত্রীদের মধ্যে শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই কর্মসূচির আয়োজন করেছি। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।'

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

The Collector of Excise, Unakoti District invites E-Tender through the Tripura Tenders Portal (https:// tripuratenders.gov.in) for the settlement of 01(one) no of Foreign Liquor Warehouse within the local limits of Kumarghat Municipal Council, Kumarghat under Unakoti District for the period of April 2025 to March 2026.
Details of the terms & conditions of the "Notice Inviting e-Tender" are available in the website https:// tripuratenders.gov.in District NIC Portal-www.unakoti.nic.in and in the Notice Board of office of the Collector of Excise, Unakoti District, Kailashahar.
Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Unakoti District will be on 07/03/2025 up to 5.30 pm.
All future Corrigendum/addendum, if any will be published in due course only in the above website. For any query, please contact by e-mail to exciseunakoti232gmail.com.
ICA/C/3908/25

(D.K. Chakma, 1AS)
Collector of Excise
Unakoti District: Kailashahar

PNIe-T NO: 151 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25
Dated: 06/02/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', inyites online item rate e-tender in single bid system from an authorized service provider or any reputed firm having experience in maintenance of similar AC works in Government/ Government Undertaking Organizations and Service Centre in Agartala for the following work:
Name of work: Annual Maintenance of Non-VRF AC system of Secretariat Building, Assembly Building, Tripura High Court Building, Raj Bhavan and Chief Justice Bungalow Agartala,Tripura for 01(one) year
1. Estimated Cost: Rs 15,16,166.00
2. Earnest Money: Rs 30,323.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 24/02/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e procurement portal https:// tripuratenders.gov.in
ICA/C-3903/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

Short Notice Inviting Quotation

Sealed Quotations are hereby invited by the Directorate of Information Technology, Government of Tripura, ITI Road, Indranagar, Agartala-6 for Renovation Work-False Ceiling, Carpet of VIP Waiting Hall at Ground floor of IT BHAVAN Indranagar Agartala Tripura (West).
Detailed item description and quantities other terms & conditions may be seen at https://dit.tripura.gov.in/. The interested bidders may now drop their quotation at the office of the undersigned on or before 21/02/2025 upto 2 PM.
ICA/C-3895/25

Director, IT Govt. of Tripura

ADMISSION NOTIFICATION

The Tripura Tribal Welfare Residential Educational Institutions Society (TTWREIS) is intending to fill up tentatively **360 nos.** (Boys:180 nos. & Girls:180 nos.) vacant seats of **Class – VI** in 6 (six) nos. Eklavya Model Residential Schools (EMRSs) through **Written Admission Test** for the academic session 2025-26.

In this regard the interested eligible ST candidates/their guardians of this State, having maximum family income ceiling of **Rs. 2.50 lakh per annum** are hereby requested to collect the prescribed application-cum-registration form from the following venue or download the same from the website of Tribal Welfare Department, Govt. of Tripura (https://twd.tripura.gov.in).

The candidates are required to submit the duly filled in application cum registration form along with self-attested xerox copies of all required documents as given in the prescribed form to the venue where he/she wants to appear the written Admission Test as per the list of schools given below.

SCHOOL-WISE VACANCY& VENUE

Sl. No.	Name of School	School-wise tentative Vacancy			Venue for collection & submission of the application-cum-registration form and centre of written Admission Test
		Boys	Girls	Total	
1.	EMRS, Khumulwng	30	30	60	Eklavya Model Residential School, Khumulwng, Jirania, West Tripura.
2.	EMRS, B.C.Nagar	30	30	60	Eklavya Model Residential School, Birchandra Nagar, Santirbazar, South Tripura.
3.	EMRS, Kumarghat	30	30	60	Eklavya Model Residential School, Kumarghat, Unakoti, Tripura.
4.	EMRS, Rajnagar	30	30	60	Eklavya Model Residential School, Rajnagar, Khowai Tripura.
5.	EMRS, Killa	30	30	60	Dasharath Deb Memorial English Medium Model High School, Killa, Udaipur, Gomati Tripura.
6.	EMRS, Ambassa,	30	30	60	Eklavya Model Residential School, Ambassa, Nalichhara, Dhalai Tripura.
	Total:	180	180	360	

Note : The abovementioned school-wise vacancy is tentative and it may increase or decrease at the time of admission of students.

IMPORTANT DATES & MODE OF EXAMINATION

I.	Dates for collection & submission of prescribed application / registration form	**19.02.2025 to 11.03.2025** [During school hours (08:00 a.m. to 02:00 p.m.) on all working days]
II.	Date & time for Written Admission Test	**16.03.2025 (Sunday)** Duration of Admission Test : 2(two) hours. Time of Admission Test : 11:00 a.m. to 01:00 p.m.
III.	Publication of 1st provisional Merit list	29.03.2025 in the School Notice Board of EMRSs and website of Tribal Welfare Deptt.
IV.	Provisional Admission of the selected candidates against 1st Merit list.	01.04.2025 to 10.04.2025 [During school hours (08:00 a.m. to 02:00 p.m.) on all working days]
V.	Venue of appearing Admission Test	The candidates shall have to appear the written Admission Test in the same school where the application cum registration form is submitted.
VI.	Mode of Admission Test	The Admission Test will be conducted in offline mode of 2(two) hours duration with 100 objective type questions from 3 sections for a total of 100 marks [Mental ability Test-50 marks, Arithmetic Test-25 marks & Language (English or Hindi or Bengali) Test-25 marks]. The medium of instruction for the Examination will be bilingual (English & Bengali) except the Language Test.

N.B. : EMRS, Killa is presently functioning as Day Boarding School in Dasharath Deb Memorial English Medium Model High School at Killa, Udaipur, Gomati Tripura. Candidates willing to take admission in EMRS, Killa will not be provided any boarding facility until the construction works or arrangement of hostels attached to the said school is completed.

(V. Darlong, TCS, Gr-I)
(Joint Director, TW)
Member Secretary, TTWREIS
(Nodal Officer, NESTS, Tripura)

ICA/D-1883/25

Name of Child - Rithesh Munda.
শিশুটির নাম- রীতেশ মুন্ডা।

পিতা মৃত মন্টু মুন্ডা ও মাতা মৃত সারথি মুন্ডা। জন্মের তারিখ ১৫-০৫-২০০৮ উপরের ছবিতে চিহ্নিত শিশুটি বর্তমানে উন্মেষ চাইল্ড প্রোটেকশান সেন্টারে রয়েছে। এই শিশুটির প্রতি তার পিতা/মাতার ও নিকট আত্মীয়স্বজনের কোন দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট কতৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় এই শিশুটিকে পরিত্যক্ত শিশু হিসাবে গন্য করা হবে। যোগাযোগ ঠিকানা আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট মেলারমাঠ, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০১, ফোন-৮৭৩ ১০৭৪৬৩০/৯৮৬২০০৪৯ ১৯.
ICA/D-1886/25
জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা মেলারমাঠ, আগরতলা

PNIT No. F. 37/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2024-25 date: 13-02-2025

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

Sl. No.	Name of work/ DNIeT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 68/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 24,24,977.00	₹ 48,500.00	90 (Ninety) Days
2	DNIeT No: 69/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 23,96,329.00	₹ 47,927.00	120 (One hundred twenty) Days
3	DNIeT No: 70/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 24,18,465.00	₹ 48,369.00	180 (One hundred eighty) Days
4	DNIeT No: 71/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 24,23,345.00	₹ 48,467.00	180 (One hundred eighty) Days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3897/25

Executive Engineer
Khowai Division, BWD(R&B) Khowai Tripura

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শরীরচর্চা সেরা রচনা

শরীরচর্চা হল যেকোন শারীরিক কার্যক্রম বা শারীরিক ব্যায়াম যা আমাদের দেহের সুস্থতা রক্ষা এবং অনাক্রম্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে শরীরচর্চার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তা যুগ যুগ ধরে বার বার প্রমাণিত হয়ে এসেছে। হাজার হাজার বছর পূর্ব সময় থেকেই মানবসভ্যতার মধ্যে শরীরচর্চার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা আজও বর্তমান। আজ এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা শরীরচর্চার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করবো।

শরীরচর্চা কী?

শরীরচর্চা বলতে আমরা সাধারণত যেকোনো শারীরিক সক্রিয়তাকে বুঝি যা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তথা আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উপযুক্ততা বৃদ্ধি করে। আমাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর কার্যকর অবদান রয়েছে; যেমন- পেশির শক্তি বৃদ্ধি করা, শারীরিক বলিষ্ঠতা এবং সহনশীলতাকে তীক্ষ্ণ করে তোলা, দৈহিক ওজনের সঠিক পরিমাপ বজায় রাখা তথা শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা এবং মনে আনন্দ প্রদান করা ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে শরীরচর্চা আমাদের শরীরের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ক্রমশ গতিশীল করে তোলে, যার ফলে দেহের সকল প্রকার জড়তা থেকে আমরা শরীরকে মুক্ত এবং সুস্থ সবল রাখতে পারি।

শরীরচর্চার প্রকারভেদ- শরীরচর্চা বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে। কেউ কেউ খুব সাধারণ ভাবে শরীরচর্চা করে থাকেন, যেমন হাঁটা, দৌড়ানো, লাপ-ঝাঁপ দেয়া, সাঁতার কাটা, দৌড় খেলা, ব্যায়াম করা এবং যোগ ব্যায়াম করা। আবার অনেকে ফুটবল, লন টেনিস, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, হকি, ব্যাডমিন্টন এবং কাবাডি প্রমুখ খেলাধুলার মধ্য দিয়ে উন্নতমানের শরীরচর্চা করে থাকেন।

শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়- শরীরচর্চা এবং ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় রয়েছে, সঠিক সময়ে সঠিক শরীরচর্চা পদ্ধতি আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উপযোগী। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই বিষয়ে অবগত যে, সকাল এবং বিকাল হল শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়। তাছাড়া স্নান করার সময় কিছুক্ষণ সাঁতার দেওয়া উপযুক্ত। ঘুম থেকে ওঠার পর যোগ ব্যায়াম করার উপযুক্ত সময়। ঘুম থেকে উঠে সকালে হাঁটা, এবং বিকেল থেকে সন্ধ্যার সময়কালে হাঁটা বা খেলাধুলা করা স্বাস্থের পক্ষে উপযোগী।

শারীরিক সুস্থতায় শরীরচর্চার প্রভাব- শারীরিক সুস্থতার প্রধান উপায় হলো ব্যায়াম এর মাধ্যমে শরীরচর্চা। ব্যায়াম ছাড়া কোনো মানুষ শারীরিকভাবে সর্বদা সুস্থ থাকতে পারেন না। ব্যায়াম তথা খেলাধুলা শুধুমাত্র দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায় যে তা না, আমাদের মনেরও উন্নতি সাধন করে; কারণ, মন ছাড়া দেহ একা কখনো চলতে পারে না।

দেহ হল মনের আধার, তাই শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতি হওয়ার মধ্য দিয়ে মনের উন্নতিও হয়। আমদের মন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করে অর্থাৎ মস্তিষ্ক দ্বারা সবকিছু পরিচালিত হয়, আর মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মস্তিষ্ক। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় না থাকলে আমাদের দেহ অচল হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবে কাজের সমন্বয় সাধন ঘটে। আর ব্যায়াম এসকল অঙ্গের সুষম উন্নতি সাধন করে।

রোগ প্রতিরোধে শরীরচর্চার প্রভাব- সুস্থ থাকতে হলে শুধু স্বাস্থ্যকর খাবার নয় বরং নিয়মিত শরীরচর্চারও প্রয়োজন। শরীরচর্চা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নানা রকম শারীরিক সমস্যা থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে। নিয়মিত শরীরচর্চা উচ্চ রক্তচাপ, সংবহন তন্ত্রের জটিলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদির মতো নানাবিধ জটিল রোগব্যাধি প্রতিরোধ করে।

প্রতিদিন কিছু সময় হাঁটলে বা দৌড়ালে কিংবা অন্য পদ্ধতিতে শরীরচর্চা করলে রক্তচাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা কম হয়, কোলেসট্রল নিয়ন্ত্রণে থাকে; যার ফলে আমাদের রক্তনালিতে কোনোভাবেই চর্বির পুরু আস্তরন জমতে পারে না, এভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। অন্যদিকে শরীরচর্চা হাড়ের ক্ষয়ও রোধ করে এবং ক্যান্সারের সম্ভাবনা থেকেও আমাদের দূরে রাখে।

শরীরচর্চার প্রভাবে মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় এবং এই রাসায়নিক পদার্থগুলো আমাদের মনকে প্রফুল্ল রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এমনকি শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির পাশাপাশি রাসায়নিকগুলো চেহারায় লাবণ্যও বৃদ্ধি করে। নিত্য ব্যায়াম এবং শরীরচর্চা করার ফলে আমাদের দেহের প্রতিটি কোষে ভালো পরিমাণে অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহ হয় এবং এভাবেই হৃদযন্ত্র এবং রক্তনালিও সচলভাবে কাজ করে, যা আমাদের কর্মস্পৃহা বাড়ায় এবং কাজে-কর্ম ও লেখাপড়ায় মনোসংযোগ বৃদ্ধি করে বিভিন্ন কারণে শরীরচর্চা জরুরী, যেমন- মাংসপেশী ও সংবহন তন্ত্র সবল করা, শারীরিক ওজন নিয়ন্ত্রণ করা, ক্রীড়া-নৈপুন্য বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি। অন্যদিকে যারা ঘুমের সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য ব্যায়াম অত্যন্ত উপকারি। ব্যায়ামের অভ্যাস যেমন অনিদ্রার সমস্যা দূর করে, তেমনি অতি নিদ্রাও হ্রাস পায়। সুতরাং নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে ঘুমের সকল রকম সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শরীরচর্চার উপায়- শরীরচর্চার করার ক্ষেত্রে মানব মনের সচেতন প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমাদের পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা সমানভাবে থাকা জরুরি। শৈশবকাল থেকেই আমাদের সকলকে মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলা এবং নানান রকম ব্যায়ামের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয় এবং এভাবেই সকলের স্বাস্থ্য-সচেতনতা গড়ে তুলা উচিত, কারণ শরীরচর্চার অন্যতম উপায় হল যোগব্যায়াম।

প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় সাধকরা এই যোগ- ব্যায়াম উদ্ভাবন করেছিলেন, দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা গতিশীল রাখা এবং শরীরকে সুস্থ ভাবে কর্মোপযোগী করে তোলা ছিল এই উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া আজকাল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে যোগব্যায়ামের সাফল্য অনস্বীকার্য। অন্যদিকে যোগব্যায়াম সহ নানা রকম খেলাধুলাও শরীরচর্চার করার পক্ষে বিশেষ হিতকর বলে মনে করা হয়। কিন্তু একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে যে, অনিয়মিত ব্যায়াম শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই নিয়মিত ব্যায়াম এবং পরিমিত তথা পর্য্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণই হল শরীরকে সুস্থ রাখার সঠিক উপায়।

শরীরচর্চা উপভোগ করা কেন জরুরী - আজকাল জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়ে গেছে। নতুন নতুন জিমে যোগদান করা মানুষের কাছে মেশিনের মাধ্যমে শরীরচর্চা করাটা শুধুই মেদ ঝরানোর একটি উপায়মাত্র। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে শরীরচর্চা শুধুমাত্র মেদ ঝরায় যে তা না, বরং আমাদের মনকেও সুস্থ রাখে, তবে যদি আমরা এই শরীরচর্চা উপভোগ করি তবেই এর সঠিক ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই জিমকে মেদ ঝরানোর কারখানা বলে মনে করেন, সেহেতু তারা শরীরচর্চাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন না, আর কোনোও কাজ যখন উপভোগ করার চেয়ে প্রয়োজন মনে করে করা হবে, তখন সেই কাজের পূর্ণ সুবিধা পাওয়াও যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই জোর করে জিমে না গিয়ে বরং হাঁটুন, সাইক্লিং করুন কিংবা দৌড়ান। শরীরচর্চা উপভোগ করতে পারলেই এর দ্রুত উপকারও পাওয়াও সম্ভব হবে।

শরীরচর্চায় বৈচিত্র্য - একই খাবার প্রতিদিন খেতে কি আপনার ভালো লাগে? নিশ্চয়ই লাগে না। ঠিক তেমনই প্রতিদিন একই ধরনের শরীরচর্চা করতেও ভালো লাগার কথা না। কোনো দিন যদি জিমে বেশি ঘাম ঝরিয়ে থাকেন তবে পরের দিন এমন কোনোও শরীরচর্চা করুন, যার ফলে আপনার শরীরের ওপর তেমন চাপ না পড়ে। ঘুরে ফিরে সকল রকম শরীরচর্চা করতে পারলে শরীরও যেমন ভালো থাকবে, তেমনভাবেই শরীরচর্চার ওপরেও কোনো বিরক্তি ভাব আসবে না।

উপসংহার-আমরা সকলেই জানি যে স্বাস্থ্য আমাদের অমূল্য সম্পদ। তাই স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে নিয়মিত শরীর চর্চা করা জরুরি, কারণ শরীর যদি ঠিক না থাকে তবে মনও ঠিক থাকবে না এবং মন দিয়ে কোনও কাজ করা যাবে না। তাই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা শারীরিক ব্যায়াম বা শরীরচর্চাকে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি বলে দাবি করেন। এজন্য বলা হয় যে শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা রক্ষার্থে শরীরচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ডাবের জলের এই ৬ উপকারিতা

ঋতু বদলের এই সময়টায় রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় মানব দেহে। তাই এই সময়ে শরীরের প্রতি বাড়তি নজর রাখা জরুরি। বাইরে বের হওয়ার আগে সাথে অবশ্যই জল রাখুন। সেই সাথে মাঝেমধ্যে ডাবের জল পান করুন। কারন এর রয়েছে অনেক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উপকারিতা। এটি অত্যন্ত উপকারী ও পার্শ প্রতিক্রিয়া বিহীন একটি প্রাকৃতিক পানীয়। চলুন জেনে নেই এর বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে।

কিডনির সুরক্ষায়ডাবের জলের অসাধারণ স্বাস্থ্যোপকারিতাগুলোর একটা হলো কিডনিতে পাথর জমতে বাঁধা দেওয়া। স্ফটিকজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। এই যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে ডাবের জল কিডনি থেকে এই স্ফটিকজাতীয় পদার্থ মূত্রত্যাগের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দিতে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা রাখে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ডাবের জল। ফলে হৃদঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। পাশাপাশি অন্যান্য কার্ডিওভাসকুলার বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ডাবের জল শরীরের ভেতরে অতিরিক্ত সুগার লেভেলকেও নিয়ন্ত্রয়ে আনতে ভুমিকা রাখে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডাবের জলের মধ্যে কিছু এন্টি ব্যাকটেরিয়াল ও এন্টি ভাইরাল উপাদান থাকায় এই জল ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস মারতে অনেক কার্যকরী ভুমিকা রাখে। তাই প্রত্যেক দিন খাবারসহ অন্যান্য মাধ্যমে আমাদের শরীরে যেসব ব্যকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রবেশ করে সেগুলো মারার জন্য এক গ্লাস ডাবের জল খাওয়া যেতে পারে। হজম শক্তি বৃদ্ধি ও বদহজম দূর ডাবের জল কাজ করে হজম সমস্যা সমাধানে। হজম শক্তি বৃদ্ধিসহ বদহজম দূর হয় ডাবের জল। ডাবের জল গ্যাসট্রিক , আলসার , কোলাইটিস , ডিসেন্ট্রি এবং পাইলসের সমস্যা দূরীকরণেও সাহায্য করে।

ওজন কমাতে ডাবের জলের চমতকার ভুমিকা রয়েছে ওজন কমাতে। এতে কোনো চর্বি বা কোলেস্টেরল থাকে না ও এতে চিনির পরিমাণও অল্প থাকায় নিশ্চিন্তে পান করা যায় যতটুকু ইচ্ছা। এছাড়াও চর্বি ধ্বংস করতেও সাহায্য করে ডাবের জল। প্রচুর পরিমাণে খনিজ উপাদান থাকায় বাড়ন্ত শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই উপকারী এই ডাবের জল পান করতে পারেন। ডাবের জল যথেষ্ট ভুমিকা রাখে তারুণ্য ধরে রাখতে। ত্বক সুন্দর রাখতে ডাবের জল ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী। প্রায় ৯৪ শতাংশই জল থাকে একটি ডাবে। এই জল সাহায্য করে ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা সহ পুরো দেহের শিরা-উপশিরায় সঠিকভাবে রক্ত চলাচল করতে। ডাবের জল বেশি পান করলে কিডনির কাজ করতে সুবিধা হয়, দেহে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহ বাড়ে। ফলে ত্বকসহ প্রতিটি অঙ্গে পৌঁছায় বিশুদ্ধ রক্ত এবং পুরো দেহ সতেজ ও শক্তিশালীহয়ে ওঠে। তবে যেকোনো খাবার নিয়মিত খাওয়ার আগে আপনাকে বুঝতে হবে শরীরের অবস্থা। প্রয়োজনে চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে নিন।

বাড়ির স্বল্প জায়গার মধ্যে করুন কালোজিরে চাষ

রান্নার অন্যতম উপাদান মশলা। এখন মশলা চাষ করে শীতকালে ভাল আয় করার সুযোগ রয়েছে। বাঙালির হেঁশেলে মশলার অন্যতম উপাদান কালোজিরে। এর নিজস্ব গন্ধ খাবারের স্বাদ আনতে পারে। সুবাস মন ভারায়। শুধু খাবারের মশলা হিসেবে নয়, কালোজিরের গন্ধে পোকামাকড় দূরে থাকে। জামাকাপড় সংরক্ষণে তাই অনেকে একটি ব্যবহার করেন। আবার সর্দিজ্বর সারাতেও কালোজিরে কাজে দেয়। মৌমাছি, বোলতা, বিছে কামড় দিলে ক্ষতস্থানে কালোজিরে বেঁটে লাগালে উপশম দেয়। কালোজিরে চাষ করে বাল আয়েরও সুযোগ রয়েছে। মূলত শীতকালীন ফসল এটি। অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত কালোজিরের বীজ বোনোর উপযুক্ত সময়। ভাল করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। মাটির সমান করে নিতে হবে। আল দিয়ে ১.৫ মিটার বাই ৫ মিটার মাপের প্লট করে নিতে হবে। দুইটি প্লটের মাঝে ৩০ থেকে ০ সেমি ৪০ সেমি নালা রাখতে হবে সে বা নিকাশির জন্য। প্রতি একরে ৩ কেজি বীজরে প্রয়োজন। বীজ বোনার আগের দিন জলে ভিজিয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। তাতে অঙ্কুরদোগম তাড়াতাড়ি হয়। বীজ বোনার আগে কেজি প্রতি ৩ গ্রাম হিসেবে এগ্রোসান জি-এন বা সেরেসান দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। উন্নত জাত হিসেবে এনএস-৪৪, এনএস-৩২ প্রভৃতি চাষ করা যেতে পারে। জমি তৈরির সময় প্রতি একরে ৬-৮ টন গোবর সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া জমি তৈরির সময় ১০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কোজি ইউরিয়া চাপান সার হিসেবে দিতে হবে। এই সময় গাছ ৫ সেমি লম্বা হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭-৮ সেমি রেখে বাকি চারা তুলে দিতে হবে। ৫০-৬০ দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করতে হবে। বীজ বোনার ৩-৪ দিনের মধ্যে হালকা সেচ দিতে হয়। প্রথম নিড়ানির পর দ্বিতীয় সেচ ও গাছে ফুল আসার মুখে অর্থাৎ ৮০-৮৫ দিনের মাথায় সেচ দিতে হবে।

কাটুই পোকা গাছের প্রচণ্ড ক্ষতি করতে পারে। চাষের সময় মাটিতে সার প্রয়োগ করলে উপকার মেলে। ফল ছিদ্রকারী পোকা ফল আসার সময় ক্ষতি করে। পোকার লার্ভা বা শুককীট গাছের ক্ষতি করে। বাড়ন্ত ফলের গা ফুটো করে দেয়। ফলের নরম অংশ খেয়ে ফেলে। পোকা দেখা দিলে গাছে প্রতি লিটারে ৩-৪ গ্রাম হিসেবে অথবা নুভাক্রন প্রতি লিটারে ১.৫ মিলি হিসেবে ৭-১০ দিন অন্তর দুইবার স্প্রে করতে হবে। গাছের যেকোনও অবস্থায় ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ লাগা গাছ আচমকা শুকিয়ে মারা যায়। রোগ দমনে বীজ বোনার আগে ক্যাপটান বা ব্যাভিসটিন প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে দুই গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। ধসা রোগের আক্রমণে গাছের পাতায় গাঢ় রঙের দাগ দেখা দেয়। শেষে গাছের পাতা ও কান্ড শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। মেঘলা ও ভেজা আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ বেশি। আক্রান্ত গাছে ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটারে দুই গ্রাম হিসেবে স্প্রে করতে হবে। ১০-১২ দিনের মাথায় আবার স্প্রে করতে হবে। গাছ ও ফলের রঙ হলদে হতে শুরু করলে গোড়া-সহ গাছ তুলে নিতে হবে। গাছের ফলগুলি ভিতর দিকে রেখে গাদা করে ৭ থেকে ১০ দিন জাঁক দিতে হবে। পরে গাছ ছড়িয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকনো গাছ পিটিয়ে বা মাড়াই করে কালোজিরে সংগ্রহ করে নিতে হবে। প্রতি একরে ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি বীজ পাওয়া সম্ভব। তার জন্য উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে। সতর্কতা নিতে হবে ও সঠিক নজরদারি রাখতে হবে।

আনারস খাওয়ার কি উপকারিতা

মৌসুমী ফল আনারস। অসংখ্য গুণে গুনান্বিত এই ফলটি। প্রতিবছরের এই সময়টায় বাজারে ভরে যায় ছোট-বড় আনারসে। এই ফল যেমন শরীরে জলের চাহিদা মেটায়, তেমনি বাড়তি পুষ্টিগুণ পেতে কোন জুড়ি নেই। মোটামুটি দেশের বিভিন্ন জেলাতে চাষ হয় আনারস। গ্রীস্মের সময় খুবই জনাপ্রিয় একটা ফল হিসেবে পরিচিত আমাদের দেশে। ভিটামিন সি থাকার কারণে আনারস সর্দি, কাশির উপশম হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। চলুন জেনে নেই আনারসের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে। রক্ত জমাটে বাধা দেয়

এই ফল দেহের রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ফলে শিরা ধমনির দেয়ালে রক্ত না জমার জন্য সারা শরীরে সঠিকভাবে রক্ত যেতে পারে। হৃদপিণ্ড আমাদের শরীরে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে। আনারস রক্ত পরিষ্কার করে হৃদপিণ্ডকে কাজ করতে সাহায্য করে। চোখের স্বাস্থ্য রক্ষায় অনেক গবেষণায় দেখা যায়, আনারসের ম্যাকুলার ডিগ্রেডেশন হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে। আমাদের চোখের রোটিনা নষ্ট করে দেয় এবং আমরা ধীরে ধীরে অন্ধ হয়ে যায় এই রোগটির কারণে। আনারসে রয়েছে বেটা ক্যারোটিন তাই এটি প্রতিদিন খেলে চোখের রোগ হওয়ার সম্ভবনা ৩০ শতাংশ কমে যায়। এতে সুস্থ থাকে আমাদের চোখ।

হজমশক্তি বাড়ায় আমাদের হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে বেশ কার্যকর আনরস। এতে রয়েছে ব্রোমেলিন, যা আমাদের হজমশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে। বদহজম বা হজমজনিত যেকোন সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন এটা খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

হাড় গঠনে সাহায্য করে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে আনারসে। ক্যালসিয়াম হাড়ের গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ম্যাঙ্গনিজ হাড়কে করে তোলে মজবুত।প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিমিত আনারস রাখলে হাড়ের সমস্যা জনিত যেকোন রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষায় আনারসের রয়েছে প্রচুর পরিমানের ক্যালসিয়াম যা দাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ন রাখে। মাড়ির যে কোন সমস্যা সমাধান করতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন আনারস খেলে দাতে জীবাণুর আক্রমণ কম হয় এবং দাত ঠিক থাকে।

পুষ্টির অভার দূর করে পুষ্টির বড় একটি উতস আনারস। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং সি, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পূরণ করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এসব উপাদান।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে শুনতে অবাক লাগলেও আনারস আমাদের ওজন কমাতে সাহায্য করে। কারণ আনারসে প্রচুর ফাইবার এবং অনেক কম ফ্যাট রয়েছে। কাচা আনারস বা সালাদ হিসেবে এর ব্যবহার অথবা আনারসের জুস অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। লিভার ও অন্ত্র ব্রমেলিন অ্যান্টি প্যারিসটিক। আনারস নিয়মিত খেলে লিভার ও অন্ত্রের উপকার হয়।

লাল মুক্তঝুরি ফুলের চাষ

লাল মুক্তঝুরি ভারত উপমহাদেশীয় উদ্ভিদ। অন্য নাম মুক্তবর্ষী। তবে অঞ্চলভেদে আমাদের দেশে এ ফুলকে অনেকে মালা ফুল নামে চিনেন, এর কারণ ফুটন্ত ফুল দেখতে মালার মতো দেখায় বলে। এটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অপধষ্যঢ়যধ নামে পরিচিত। হিন্দিতে একে কুপ্পী বলে অভিহিত করা হয়। ভারত উপমহাদেশের সমতল ভূমিতে লাল মুক্তঝুরি গাছের দেখা পাওয়া যায়। তাছাড়া আমাদের দেশেও রয়েছে এ ফুলের ব্যাপক বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাগান, খোলা মাঠ, রাস্তার ধার, পতিত জমি, বন-জঙ্গলের ধার, পাহাড়ি এলাকা এবং বাড়ির আশপাশে এর দেখা মেলে। এ ফুলের ক্ষেত্রে বেশি পরিচর্যা ও যত্ন প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এর রোগবালাই আক্রমণ কম হয়। প্রায় সব ধরনের মাটি ও রৌদ্রোজ্জ্বল থেকে হাল্কা ছায়াযুক্ত স্থান এবং ভেজা থেকে স্যাঁতসেঁতে স্থানেও এ ফুল গাছ জন্মে। গাছের গড় উচ্চতা ৭৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। গাছের শাখা-প্রশাখা ছড়ানো। এর কান্ড ও শাখা-প্রশাখা খুব বেশি শক্তমানের নয়। এর ডিম্বাকৃতির পাতা লম্বায় ৩ থেকে ৮ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, রং সবুজ, কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা ও শিরা-উপশিরা স্পষ্ট। লক্ষণীয় বিষয় পাতার চেয়ে পাতার বোঁটা লম্বা। পত্র কক্ষ থেকে লম্বা মঞ্জুরিতে ফুল ধরে এবং ফুল নিচ দিকে ঝুলে থাকে। এর মঞ্জুরি লম্বায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। রং টকটকে লাল। ফুল ফোটার মরশুম প্রধানত গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তবে প্রায় সারা বছরই ফুল ফুটে। ফুল গন্ধহীন। ফুল ফুটন্ত মুক্তঝুরি গাছের সৌন্দর্য মনোরম। ফুল শেষে গাছে বীজ হয়। বীজ আকারে ক্ষুদ্রাকৃতির। বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। মুক্তঝুরির রয়েছে ভেষজ নানা রকম গুণাগুণ। এর পাতা, শিকড়, মূল ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এর গাছে যখন ফুল ফোটে তখন ওষুধের কাজে লাগানোর উপযুক্ত হয়। ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, নিউমনিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম,ত্বকের ফোঁড়া সারাতে এবং বাত ব্যথায় বেশ উপকারী।

মঙ্গলবার আগরতলায় চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়।

পরীক্ষা পে চর্চা- সাম্প্রতিক সংস্করণ: পেয়েছে বিপুল অংশগ্রহণ, অন্যন্যতা ডিজিটাল মাধ্যমেও

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারী : "পরীক্ষা পে চর্চা", যার সর্বশেষ সংস্করণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে সম্প্রতি আটটি পর্ব প্রদর্শিত হয়ে গেল, তা ২০১৮ সাল থেকে এই কর্মসূচির যাত্রাপথে এবার এক বড়ো মাইলফলক চিহ্নিত করে প্রভূত ডিজিটাল সম্পৃক্ততা অর্জন করেছে। গতকাল মঙ্গলবার, এর শেষ পর্বটি সম্প্রচারিত হয়।

সরকারী সূত্র জানিয়েছে যে, অষ্টম বার্ষিক সংস্করণে পরীক্ষা পে চর্চা (পিপিসি)-র বিষয়বস্তু বা কন্টেন্ট শুধুমাত্র ইনস্টাগ্রামে ৩০ কোটিরও বেশি ভিউ পেয়েছে এবং দেড় কোটি এনগেজমেন্ট অর্জন করেছে, এবং এক্স- হ্যান্ডেলে এ ৩ লক্ষেরও বেশি পোস্ট তৈরি হয়। সূত্র মতে, যে বার্ষিক অনুষ্ঠানটি নিজেকে একটি বড় টাউনহল থেকে অনেক কম শিক্ষার্থীকে জড়িত করে আরও স্পষ্ট এবং কথোপকথনের পরিবেশে রূপান্তরিত করায় অনেক কৌতূহল সৃষ্টি করে এবং এই পরিবর্তন 'এক রূপান্তরমূলক সাফল্য' পেয়েছে।

দুসপ্তাহ বাদে বামনগাছির ডোবায় তল্লাশি চালাতেই পাওয়া গেল কাটা মুন্ডু

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দত্তপুকুরে যুবক খুন কাণ্ডে দু সপ্তাহ পর উদ্ধার হল কাটা মুন্ডু। ধৃত জলিলকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার সকালে বামনগাছির ডোবায় তল্লাশি চালাতেই পাওয়া গেল মুন্ডুটি। আর এই উদ্ধারে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত নয়া মোড় নিল বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। দত্তপুকুর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত জলিলের বয়ান থেকে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাচ্ছে পুলিশ। সোমবার জানা গিয়েছিল, চুরির সামগ্রী ভাগ-বাটোয়ারার জেরে হজরতকে খুন করেছিল জলিল, ত্রিকোণ প্রেমের জেরে নয়। সূত্রের খবর, জলিল পুলিশি জেরায় জানিয়েছে, তার স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ছিল হজরতের। রাগের বশে তাকে খুন করেছে সে।

চলতি বছরের ১০ই ফেব্রুয়ারি পি সিসি-র সূচনা হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদী সুন্দর এক নার্সারিতে সারা দেশ থেকে আসা ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে পরীক্ষার প্রস্তুতি, পরীক্ষা নিয়ে চাপ সামলানো এবং এমনকি নেতৃত্ব দেওয়ার পাঠের মতো বিভিন্ন দিক নিয়ে মতবিনিময় করেন। এর পরে সাতটি পর্ব ছিল যেখানে অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন, বক্সার এমসি মেরি কম এবং আধ্যাত্মিক নেতা সদগুরু বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর মত বিনিময়ের পর্বটি সারা দেশের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সাথে গভীরভাবে অনুরণিত হয়েছে উল্লেখ করে কর্মকর্তারা বলেছেন যে এর অকপট এবং পারস্পরিক আলাপচারিতার পদ্ধতি সঠিক সূত্রকে স্পর্শ করেছে। একটি সূত্র বলেছে, প্রধানমন্ত্রীর খোলাখুলি ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনার জন্য অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া এবং আন্তরিক প্রশংসা পুনরায় নিশ্চিত করে যে পরীক্ষা পে চর্চা কীভাবে এককালীন অনুষ্ঠান থেকে একটি সত্যিকারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে- তা এমন এক উদ্যোগে পরিণত হয়েছে যার জন্য শিক্ষার্থী এবং পিতামাতারা প্রতি বছর অধীর আগ্রহে প্রত্যাশা করেন'।

প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময় এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বদের নেতৃত্বাধীন আলোচনা সমন্বিত ভিডিওগুলি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে, যা কর্মসূচির প্রসার এবং প্রভাবকে প্রশস্ত করেছে। ২০১৮ সালের একটি সহজ উদ্যোগ থেকে, পিপিসি এখন দেশব্যাপী আগ্রহের বিষয় যেমন হয়ে উঠেছে তেমনি সত্যিকারের প্রভাবশালী অনুশীলনে রূপান্তরিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণে মোদী নেতৃত্ব, ধ্যান, পরীক্ষা বনাম জ্ঞান থেকে শুরু করে একজন ব্যাটসম্যানের মতো কাজে মনোনিবেশ করার মতো বিষয়গুলি নিয়ে প্রায় ঘন্টাব্যাপী কথা বলেছেন পিপিসি-র ১ম পর্বে।

রিক্সা চালিয়ে বিধানসভা যাত্রা মনোরঞ্জন ব্যাপারির

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক তথা দলিত সাহিত্য অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা মনোরঞ্জন ব্যাপারি রিক্সা চালিয়ে বিধানসভা গেলেন।

মঙ্গলবার সকালে ৯টা নাগাদ কিড স্ট্রিটের এমএলএ হস্টেল থেকে প্যাডেলে পা রেখে শুরু হল তাঁর যাত্রা। খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্ত বলে জানান তিনি।

চার বছর পর বিধানসভায় রিকশা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি মিলেছে। তাই মঙ্গলবার তিনি নিজে প্যাডেল করে পৌঁছন বিধানসভায়। এ শহরের রাস্তায় চারচাকার দাপটের মাঝে আজ দেখা গেল অন্যরকম ছবি। রাজপথে রিকশা চালাচ্ছেন এক বিধায়ক। আসলে এটাই তাঁর প্রকৃত সত্ত্বা। এমনিতেই বিধায়ক হয়েও মনোরঞ্জন ব্যাপারির সাদামাটা জীবনযাপন অনেকের কাছেই চর্চার বিষয়।

নানাসময়ে তাঁর নানা মন্তব্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সরাসরি দলের সমালোচনা না করলেও নিজের কাজকর্মের কথা বারবার প্রকাশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি অন্যদের চেয়ে কিছুটা আলাদা।

বুধবার রাজস্থানের বাজেট পেশ করবেন উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী

জয়পুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজস্থানের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী দিয়া কুমারী বুধবার সেই রাজ্যের বিধানসভায় ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করবেন। মঙ্গলবার উপমুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বাজেট চূড়ান্ত করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (অর্থ) অখিল অরোরা, সচিব (বাজেট) দেবাশীষ পৃষ্টি, সচিব (ব্যয়) নবীন জৈন, সচিব (রাজস্ব) কুমারপাল গৌতম, নির্দেশক (বাজেট) ব্রিজেশ কিশোর শর্মা প্রমুখ।

বাম ও বিজেপির কর্মচারী সংগঠনকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মঙ্গলবার বিধানসভায় বাজেট বক্তৃতায় নাম না করে বাম ও বিজেপির কর্মচারী সংগঠনকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি রাজ্য বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এপ্রিল থেকে বর্ধিত ডিএ হারে বেতন পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। তবে তারপরেও কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের কর্মচারীদের ফারাক প্রায় ৩৫ শতাংশ।

এ প্রসঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের একাংশ রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা মাঝে মাঝে নাটক করে সরকারি (রাজ্য) কর্মচারীদের মাথা খারাপ করেন তাদের জন্য বলছি। সিপিএম আমলে ডিএ দেওয়া হয়েছে ৩৫ শতাংশ। সেখানে ২০১১ সাল থেকে ডিএ বাবদ ২০২৫/২৬ সাল পর্যন্ত সরকারের খরচ বেড়ে দাঁড়াবে ২ লক্ষ কোটি টাকা।'

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, ১৪ বছরে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বাবদ রাজ্যের কত অর্থ খরচ হয়, তার পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের যথাসাধ্য ডিএ দিয়ে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মেয়াদে। বাম জমানায় বেতন কাঠামো নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ-অসন্তোষ ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ২০১৫ সালের ২৭ নভেম্বর পে কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

২০১৯ সালের ডিসেম্বরের পর তা কার্যকরী হয়। অর্থাৎ ওই সময় একলপ্তে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বিরাট পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে। তারপরে ষষ্ঠ পে কমিশনে রাজ্যের কর্মচারীরা এখন ১৪ শতাংশ ডিএ পান। এপ্রিল থেকে তা ১৮ শতাংশ হবে।

কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএ ফারাক নিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলাও চলছে। এ প্রসঙ্গে আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের মত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, সরকারি কর্মচারীদের কেন্দ্রের হারে মহার্ঘভাতা দিতে বাধ্য নয় রাজ্য। কারও না পোষালে তিনি কেন্দ্রের চাকরি খুঁজে নিতে পারেন।

মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলার মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত ১

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মানসিক প্রতিবন্ধী এক মহিলার মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে তাঁকে ধর্ষণের অভিযোগে উঠল সবং থানা এলাকায়। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে মধ্যবয়স্ক এক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, গত ২৮ জানুয়ারি 'নির্য্যাতিতা' বাড়িতে একা ছিলেন। তিনি মানসিকভাবে খানিক অসুস্থ। ওই সুযোগ নিয়ে ৫৭ বছর বয়সি এক প্রতিবেশী তাঁর বাড়িতে ঢোকেন। মহিলার মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে তাঁকে যৌন হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। 'নির্য্যাতিতা'র বয়স ৩৩ বছর।

অভিযোগ, ধর্ষণের পর ওই মহিলাকে ভয় এবং হুমকি দেন অভিযুক্ত। তার পরেও ঘটনার কথা জানাজানি হয়। তখন সালিশি সভা বসিয়ে সমস্যা সমাধানের একটি চেষ্টা হয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। শেষ পর্য্যন্ত মহিলার পরিবার সবং থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়।

সোমবার অভিযোগ দায়েরের পরেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন অভিযুক্ত। সোমবার রাতে খড়্গপুরের শ্যামচক এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাশাপাশি 'নির্য্যাতিতা'র শারীরিক পরীক্ষার জন্য তাঁকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক শোরগোল।

শাসকদলের অভিযোগ, ধর্ষণে অভিযুক্ত ধৃত ব্যক্তি বিজেপির কর্মী। যদিও পদ্মশিবির সেই দাবি উড়িয়ে পাল্টা জানিয়েছে, অভিযুক্ত একসময়ে তৃণমূলে ছিলেন।

কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারকে ধারালো অস্ত্রের কোপ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিনের আলোয় আইনের রক্ষককেই আক্রমণ! বজবজে ট্রাফিকে কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারকে ধারালো অস্ত্রের কোপ।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ থানার চড়িয়াল মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্তকে আটক করা হয়। কিন্তু কী কারণে এই হামলা তা স্পষ্ট নয়।

উত্তমচন্দ্র প্রামানিক নামে বছর ৩৬-এর এক সিভিক ভলান্টিয়ার বজবজের চন্ডিপুরের বাসিন্দা। তিনি ট্রাফিকের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, সেই সময় এক যুবক ব্যাগ নিয়ে উত্তমের কাছে আসে। হঠাৎই ব্যাগ থেকে করে ধারালো অস্ত্র বের করে উত্তমকে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন উত্তম। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রত্যক্ষদর্শী অটোতে করে তাঁকে প্রথমে বজবজ হাসপাতাল নিয়ে যায়। পরে বজবজ থানার সহযোগিতায় বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন।

পাকিস্তানের মাঠে ভারতের পতাকা নেই কেন, ব্যাখ্যা দিল পিসিবি

করাচি, ১৮ ফেব্রুয়ারি(হি.স.) : সোমবার এক্স, ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ৮ দলের মধ্যে ৭ দলের পতাকা থাকলেও ছিল না শুধু ভারতের পতাকা। এই নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল, বলা হচ্ছিল পিসিবি কি ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের পতাকা লাগায়নি? মঙ্গলবার তার ব্যাখ্যা দিল পিসিবি।

মঙ্গলবার পাকিস্তানের কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, এতে পিসিবির কোনও পদক্ষেপ ছিল না, এটা হয়েছে আইসিসির নির্দেশনায়। পিসিবির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, আইসিসির নির্দেশনা আছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ম্যাচ চলার সময় শুধু ৪ টি পতাকা উত্তোলন করা হবে। সেগুলি হল-আইসিসি, পিসিবি এবং দুটি অংশগ্রহণকারী দলের। ভারতীয় দল এবার পাকিস্তানে কোনও ম্যাচ খেলবে না, তাই ৩ ভেন্যু করাচি, লাহোর ও রাওয়ালপিন্ডিতে ভারতের পতাকা উড়বে না।

"মহাকুম্ভ এখন মৃত্যুকুম্ভ হয়ে গেছে," বিধানসভায় কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "'মহাকুম্ভ এখন মৃত্যুকুম্ভ হয়ে গেছে, পরিকল্পনা না করার জন্য এত মৃত্যু হয়েছে"'-- মঙ্গলবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখার সময়ে সরাসরি এই অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, "বলছে নাকি ৩০ জন মারা গিয়েছে? কত ? হাজার হাজার। পবিত্র জল এখন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। মৃতদেহ নিয়ে যারা হাইপ তুলছেন আর কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন তাদের আমি ঘৃণা করি।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এইসব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে এত হাইপ তুলতে নেই। ঠিকমত পরিকল্পনা করতে হয়। মহাকুম্ভে এত লোক মারা গেল। কটা কমিশন করেছেন? এমনকি আমার রাজ্যে যে মৃতদেহ এসেছে তাতে একটা ডেথ সার্টিফিকেট পর্য্যন্ত দেন নি। এরপর তো বলবেন যে হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে যাতে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়।" এর পরে তিনি গঙ্গাসাগর মেলার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "আমরা গঙ্গাসাগর মেলার সময় কোনও ভিভিআইপিকে যেতে দিই না।"

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
CITY CENTRE COMPLEX, AGARTALA, PHONE:0381-2325646,2325507
E-mail:amc-tripura@nic.in,amc.tripura@gmail.com
F.No-01/TOUJI/AMC/CZ/2018-2019 (VOL-II/10198-201 Date : 18/02/2025
Press Notice Inviting Quotation

AMC invites e-Auction from reputed and experienced company/firm/agency/contractor for following:

Sl No.	Name of the Auction	e-Auction Publish date	e-Auction Start date	e-Auction end date	Document Submission start date	Document Submission end date	Approval Start date	Approval end date	Lease bidding start value	Auction Fees	Incremental Value	EMD	Details are available
1	"Lease of 15 nos Parking Zone in Central Zone Under AMC Area"	19/02/2025 at 17.00 Hrs	06/03/2025 At 11.00 Hrs	07/03/2025 At 17.00 Hrs	20/02/2025 At 11.00 Hrs	27/02/2025 At 17.00 Hrs	28/02/2025 At 11.00 Hrs	05/03/2025 At 11.00 Hrs	Rs. 10,95,775.00	NIL	Rs. 10,000.00	Rs 01 Lakh	https://eauction.gov.in/ www.agartalacity.tripura.gov.in

Auction will be held online only through https://eauction.gov.in/
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
CITY CENTRE COMPLEX, AGARTALA, PHONE:0381-2325646,2325507
E-mail:amc-tripura@nic.in,amc.tripura@gmail.com
F.No-01/TOUJI/AMC/CZ/2018-2019 (VOL-II/10202-205 Date : 18/02/2025
Press Notice Inviting Quotation

AMC invites e-Auction from reputed and experienced company/firm/agency/contractor for following:

Sl No.	Name of the Auction	e-Auction Publish date	e-Auction Start date	e-Auction end date	Document Submission start date	Document Submission end date	Approval Start date	Approval end date	Lease bidding start value	Auction Fees	Incremental Value	EMD	Details are available
1	"Lease of 07 nos Parking Zone in North Zone Under AMC Area"	19/02/2025 at 17.00 Hrs	06/03/2025 At 11.00 Hrs	07/03/2025 At 17.00 Hrs	20/02/2025 At 11.00 Hrs	27/02/2025 At 17.00 Hrs	28/02/2025 At 11.00 Hrs	05/03/2025 At 11.00 Hrs	Rs. 3,39,405.00	NIL	Rs. 10,000.00	Rs 01 Lakh	https://eauction.gov.in/ www.agartalacity.tripura.gov.in

Auction will be held online only through https://eauction.gov.in/
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
CITY CENTRE COMPLEX, AGARTALA, PHONE:0381-2325646,2325507
E-mail:amc-tripura@nic.in,amc.tripura@gmail.com
F.No-01/TOUJI/AMC/CZ/2018-2019 (VOL-II/10206-209 Date : 18/02/2025
Press Notice Inviting Quotation

AMC invites e-Auction from reputed and experienced company/firm/agency/contractor for following:

Sl No.	Name of the Auction	e-Auction Publish date	e-Auction Start date	e-Auction end date	Document Submission start date	Document Submission end date	Approval Start date	Approval end date	Lease bidding start value	Auction Fees	Incremental Value	EMD	Details are
1	"Lease of 06 nos Parking Zone in East Zone Under AMC Area"	19/02/2025 at 17.00 Hrs	06/03/2025 At 11.00 Hrs	07/03/2025 At 17.00 Hrs	20/02/2025 At 11.00 Hrs	27/02/2025 At 17.00 Hrs	28/02/2025 At 11.00 Hrs	05/03/2025 At 11.00 Hrs	Rs. 1,39,755.00	NIL	Rs. 10,000.00	Rs 01 Lakh	https://eauction.gov.in/ www.agartalacity.tripura.gov.in

Auction will be held online only through https://eauction.gov.in/
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
CITY CENTRE COMPLEX, AGARTALA, PHONE:0381-2325646,2325507
E-mail:amc-tripura@nic.in,amc.tripura@gmail.com
F.No-01/TOUJI/AMC/CZ/2018-2019 (VOL-II/10210-213 Date : 18/02/2025
Press Notice Inviting Quotation

AMC invites e-Auction from reputed and experienced company/firm/agency/contractor for following:

Sl No.	Name of the Auction	e-Auction Publish date	e-Auction Start date	e-Auction end date	Document Submission start date	Document Submission end date	Approval Start date	Approval end date	Lease bidding start value	Auction Fees	Incremental Value	EMD	Details are
1	"Lease of 01 nos Parking Zone in South Zone Under AMC Area"	19/02/2025 at 17.00 Hrs	06/03/2025 At 11.00 Hrs	07/03/2025 At 17.00 Hrs	20/02/2025 At 11.00 Hrs	27/02/2025 At 17.00 Hrs	28/02/2025 At 11.00 Hrs	05/03/2025 At 11.00 Hrs	Rs. 39,993.00	NIL	Rs. 10,000.00	Rs 01 Lakh	https://eauction.gov.in/ www.agartalacity.tripura.gov.in

Auction will be held online only through https://eauction.gov.in/
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
CITY CENTRE COMPLEX, AGARTALA, PHONE:0381-2325646,2325507
E-mail:amc-tripura@nic.in,amc.tripura@gmail.com
F.No-01/TOUJI/AMC/CZ/2018-2019 (VOL-II/10194-197 Date : 18/02/2025
Press Notice Inviting Quotation

AMC invites e-Auction from reputed and experienced company/firm/agency/contractor for following:

Sl No.	Name of the Auction	e-Auction Publish date	e-Auction Start date	e-Auction end date	Document Submission start date	Document Submission end date	Approval Start date	Approval end date	Lease bidding start value	Auction Fees	Incremental Value	EMD	Details are
1	"Lease of 04 nos Parking Zone in Central ZonePart-B Under AMC Area"	19/02/2025 at 17.00 Hrs	06/03/2025 At 11.00 Hrs	07/03/2025 At 17.00 Hrs	20/02/2025 At 11.00 Hrs	27/02/2025 At 17.00 Hrs	28/02/2025 At 11.00 Hrs	05/03/2025 At 11.00 Hrs	Rs. 1,66,309.00	NIL	Rs. 10,000.00	Rs 01 Lakh	https://eauction.gov.in/ www.agartalacity.tripura.gov.in

Auction will be held online only through https://eauction.gov.in/
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বেড়ে ২০২৪ সালে ১.১৮ বিলিয়ন কিউবিক মিটার হয়েছে। রাজ্য সরকার জল সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল সংগ্রহ, পুরনো জলাশয় সংস্কার, ওয়াটারশেড উন্নয়ন সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জল শক্তি অভিযানের অধীনে ৪৫,০০০ এরও অধিক জলের পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যের ৮টি জেলায় ৯৭৫টি অমৃত সরোবর এবং ১৪শ শতকের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী জলের কাঠামো পুনর্জীবিত করা হয়েছে। ২০১৯ সালে জল জীবন মিশন (জেজেএম) এর সূচনা করার সময় শুধু ২৪,০০০ গ্রামীণ পরিবারে (৩.২৬%) নলের মাধ্যমে জলের সংযোগ ছিল। আর ২০২৫ এর ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬.৩৮ লক্ষ পরিবারে (৮৫%) নলের জলের সরবরাহ সুনিশ্চিত হয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানে ভূগর্ভস্থ জলের অপ্রতুলতা রয়েছে সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে স্থানীয় উৎস সহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী জল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, ৪,৩৪৭টি স্কুলে (৯৬%) এবং ৮৮,৪৩৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে (৯৬.১০%) নলের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সমস্ত গ্রামীণ এলাকায় ২০২৫ এর ৩১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১০০% কভারেজ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শহর এলাকায় আমরা ত্রিপুরার ১২টি শহরে ২৪অ৭ পানীয়জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে এডিবি থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে। অমৃত ২.০ এর অধীনে আমরা ৮টি শহর জুড়ে পানীয়জল সরবরাহ প্রকল্প গ্রহণ করেছি। মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে আগরতলা এবং অন্যান্য জায়গায় থাকা জলের উৎসগুলি পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার ১০টি বড় নদী রয়েছে, যা দ্রুত প্রবাহিত হয়। বর্ষার সময় এসকল নদীর তীরবর্তী এলাকা ক্ষয়ের দরুণ বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয়। গত বছর ত্রিপুরা রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত প্রত্যক্ষ করেছিল এবং আমাদের বেশিরভাগ নদী অধিক বন্যার জলের রেকর্ড স্থাপন করেছিল। বন্যার ফলে রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আমাদের সরকার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ৪৩টি বন্যা সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও নদী তীরবর্তী এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ করা। ২০৪৭ সালের মধ্যে সুসংহত ও স্থায়ী জল সম্পদ পরিচালনার জন্য একটি বিস্তৃত ও নির্দিষ্ট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করছি আমরা।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর প্যাটিল, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা, উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, ছত্তিশগড়ের উপ মুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাউ, কেন্দ্রীয় জলশক্তি প্রতিমন্ত্রী ড. রাজভূষণ চৌধুরী, হিমাচল প্রদেশের উপ মুখ্যমন্ত্রী মুকেশ অগ্নিহোত্রী সহ বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রী, মুখ্যসচিব, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সহ অন্যান্য শীর্ষ পদাধিকারীগণ।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পুলিশ মনে করছে, রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসতে পারে।

এদিকে, মানব পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম খোকন দাস(৩০)। ধৃত মানব পাচারকারীর বাড়ি মধুপুর থানার কইয়াডেফা ডুঙ্গিরপাড় এলাকায়।পুলিশ জানায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগরতলা জিআরপি থানা, বিএসএফ এবং মধুপুর থানার যৌথ উদ্যোগে এক অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযানে খোকন দাসকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে মানব পাচারের সাথে যুক্ত। এই বিষয়ে আরও তথ্য জানার জন্য ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পরীক্ষার মাঝে স্কুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পরীক্ষার মাঝে স্কুলে পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে বিধানসভা যাওয়ার পথে ভবানীপুর এলাকার এক নামী স্কুলে গেলেন তিনি।

তখন পরীক্ষা চলছিল। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন অভিভাবকরা। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে স্বাগত জানান স্কুলের প্রিন্সিপাল। দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম পুরনো স্কুলটির সংস্কার নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন মমতা। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে কাজের তালিকা তৈরি করে তাঁকে পাঠানোর পরামর্শ দিয়ে সংস্কার নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। পরীক্ষা শেষে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে খুশি হয় পরীক্ষার্থীরাও। তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন।

প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে স্কুল পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী। দূর থেকে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষার হলগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। কথা বলেন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হলো না।

আর জি কর দুর্নীতি মামলায় চার্জ গঠনের সময়সীমা বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী ১১ মার্চের মধ্যে আর জি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলার চার্জ গঠন করতে হবে।

সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে চলছে এই মামলা। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী ৩মার্চের মধ্যে অভিযুক্তদের প্রয়োজনীয় নথি পরীক্ষার কাজ শেষ করতে হবে। কীভাবে বিচার প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে সে বিষয়ে প্রয়োজন হলে বিশেষ আদালতের বিচারক এবং সমস্ত পক্ষের আইনজীবীদের নিয়ে বৈঠক করবে আদালত। এর ফলে দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া সংগঠিত করা সম্ভব হবে বলেও মনে করছে আদালত।

গত বছরের আগস্ট মাসে গভীর রাতে আর জি করের সেমিনার হলে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই সূত্রেই সামনে আসে হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির বিষয়। সেই মামলায় হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ বিপ্লব সিং, আফসার আলি, সুমন হাজরা, আশিস পাণ্ডেকে গ্রেফতার করে সিবিআই। ওই মামলায় বিচারে দেরি হওয়া নিয়ে এর আগে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট।

উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, গত নভেম্বরে চার্জশিট দেওয়ার পরেও বিচারে দেরি হচ্ছে। বিচারে প্রথাগত ঢিলেমির আশঙ্কাও করেন বিচারপতি। এরপরই মামলার চার্জ গঠন নিয়ে তৎপরতা বাড়ে।

মনোরঞ্জনের ফেসবুক পোস্টকে স্বাগত নেটনাগরিকদের সিংহভাগের

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিধায়ক আবাস থেকে বিধানসভা ভবন যাত্রার আগে মঙ্গলবার ফেসবুক পোস্টে মনোরঞ্জন ব্যাপারি নিজের মতামত খোলাখুলি প্রকাশ করলেন। তাতে মিশে সূক্ষ্ম খোঁচাও। নেটনাগরিকদের সিংহভাগ স্বাগত জানালেন এই অভিনব ভাবনার।

কেন হঠাৎ এই রিকশাযাত্রা মনোরঞ্জনবাবুর? তার জবাব ফেসবুক পোস্টেই দিয়েছেন বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক। ২০২১ সালে যখন বিধানসভা ভোটে জিতে বলাগড় থেকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন দলিত সাহিত্য অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা, তখন তাঁর এলাকা থেকে স্লোগান উঠেছিল — 'রিক্সা যাবে বিধানসভায়'।

খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে বিধানসভায় দেখতে চেয়েছিলেন এলাকাবাসী। তা নিয়ে পোস্টে বিধায়ক লিখেছেন — 'এক রিকশাচালক সম্মানীয় বিধানসভার সদস্য হিসেবে বিধানসভায় এসেছেন। কিন্তু সরাসরি রিকশা বিধানসভায় আসেনি। আসতে পারেনি। কারণ, কলকাতা শহরে প্যাডেল রিকশা চলে না।'

পোস্ট করার দুঘন্টা বাদে ১০টি ছবি-সহ তাঁর বার্তায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৫৭১, ৫২ ও ১১। সিংহভাগ তাঁর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। অবশ্য মেছবাহার শেখ নামে একজন লিখেছেন, "এ সব করে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? উন্নয়নের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? কেবল কি মিডিয়া কভারেজ পাওয়া? সেটা হলে করে যান।" হেমা রায় লিখেছেন,"দেরি হয়ে যাবে পৌঁছাতে আপনি যে কালো চারচাকা চেপে ঘুরে বেড়ান সেটার চাকা কি ফেটে গেছে?"

ওয়াকিবহাল মহলের মত, মনোরঞ্জনবাবুর এই পোস্টে সূক্ষ্ম খোঁচা রয়েছে গ্রামবাংলার সংস্কৃতির প্রতি কলকাতার নাগরিকদের পরোক্ষ অবজ্ঞা নিয়ে।

পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে অভিভাবকদের জন্য বিজেপির অস্থায়ী বিশ্রামাগার

দুর্গাপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ৫টি স্কুলের পরীক্ষার্থীদের আসন পড়েছে আউশগ্রামের দেবশালা স্কুলে। এখানে অভিভাবকদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কোনও ছাউনি নেই। ফলে, তাদের প্রখর রোদে টানা তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। এ পরিস্থিতি বিবেচনা করে, বিজেপি নেতৃবৃন্দ দেবশালা স্কুলের সামনে একটি অস্থায়ী বিশ্রামাগার তৈরি করেছে। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে। পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসেন অভিভাবকরা কিন্তু পরীক্ষা চলাকালীন সেন্টারের বাইরে অপেক্ষা করতে হয় তাঁদের। আউশগ্রামের দেবশালা উচ্চবিদ্যালয়ের আশপাশে জিজিরা, ত্রিলোকচন্দ্রপুর, ভাতকুন্ডা, পিয়ারীগঞ্জ এবং দোমড়া স্কুলের পরীক্ষার্থীদের আসন পড়েছে। এ বছর, দেবশালা স্কুলের কেন্দ্রে ২৫১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। তবে সেন্টারের আশপাশে কোনও ছাউনি না থাকায় অভিভাবকদের জন্য সমস্যা হচ্ছিল।এই পরিস্থিতি নজরে পড়ে স্থানীয় বিজেপি নেতাদের। এরপর, তাঁরা স্কুলের পাশের ফাঁকা মাঠে একটি অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করে। এখানে অভিভাবকদের বিশ্রামের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত পানীয় জল, চা-বিস্কুট, এমনকি বেগুনি মুড়ি টিফিনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের এই সেবাকাজে খুশি হয়ে অভিভাবকরা তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।স্থানীয় বিজেপি কর্মী সৌমেন পাত্র জানিয়েছেন, 'স্কুলের পাশে ছাউনি না থাকার কারণে অভিভাবকদের বিশেষ করে মায়েদের সমস্যা হচ্ছিল। তাই আমরা অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করে বিশ্রামাগার করেছি। আমাদের কর্মীরা রুটিন করে সেখানে সেচ্ছাসেবক হিসেবে আছেন এবং পানীয় জল, চা-বিস্কুট, টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' বিজেপির এই উদ্যোগে খুশি হয়ে অভিভাবকরা তাদের প্রশংসা করেছেন।

বিধানসভার বাইরে ধর্না কর্মসূচিতে সামিল বিজেপি বিধায়কেরা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে ধর্নায় বিজেপি বিধায়কদল। বিধানসভার সিঁড়িতে বসে শাসকদলের বিরুদ্ধে স্লোগানও তুললেন তাঁরা। সোমবার বিধানসভার স্পিকারের দিকে কাগজ ছোঁড়ার অভিযোগে সাসপেন্ড হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। পাশাপাশি চার বিজেপি বিধায়ককেও সাসপেন্ড করা হয়েছিল। মঙ্গলবার তারই প্রতিবাদে বিধানসভার বাইরে বিজেপি কর্মীরা প্ল্যাকার্ড হাতে ধর্নায় বসেন। এদিন বিধানসভার বারান্দার সিঁড়ির সামনে মাথায় গেরুয়া পাগড়ি পরে অবস্থানে বসেন বিজেপি বিধায়করা। যাঁদের সবার পরনে রয়েছে 'গর্ব করে বল আমি হিন্দু' টি-শার্ট।

মাইক বিভ্রাট বিধানসভায় তড়িঘড়ি মেরামত

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মাইক বিভ্রাট বিধানসভায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের পঞ্চম দিনে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম বিগড়ে যায়। যখন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে যান, তাঁর আসনের মাইক কাজ করেনি। পাশের আসনে সরে গিয়ে বক্তব্য রাখতে জানানো হয়। বিভাগীয় কর্মীদের নজরে তা আনা হয়। সবুজ বোতাম চাপলে লাল আলো জ্বলে ওঠে। অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় বলে ওঠেন, কী হচ্ছেটা কি! অধ্যক্ষের বক্তব্য শোনার পরে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন ভারপ্রাপ্তরা। এর কিছু সময় পরে তা কাজ শুরু করে। জটিলতা দূর হয়ে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভারতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র, মহান আধ্যাত্মিক গুরু ও চিন্তাবিদ স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মজয়ন্তীতে মঙ্গলবার শ্রদ্ধা জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যম লেখেন, মা কালীর অনন্য উপাসক শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মজয়ন্তীতে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি তাঁর জীবন ত্যাগ, ভক্তি ও সাধনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত যা সমগ্র মানবজাতিকে সত্য, করুণা ও ধর্মের পথে চলার প্রেরণা দিয়ে যাবে। উল্লেখ্য, স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতের এক যুগান্তকারী পুরুষ, যাঁর সাধনা ও শিক্ষায় পরবর্তীতে গড়ে ওঠে রামকৃষ্ণ মিশন। তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আদর্শকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেন।

উত্তর প্রদেশে ১৫ মাসের শিশুকে হত্যায় অভিযুক্ত মা পরে নিজেও আত্মঘাতী

কানপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের কানপুরে নিজের ১৫ মাসের শিশুকে হত্যার অভিযোগ উঠল মাসের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতের ঘটনা। পেশায় একটি প্যাথলজি ল্যাবরেটরি কর্মী সুমিত তাঁর স্ত্রী স্নেহা (২৪), ১৫ মাসের সন্তান সম্রাট ও তাঁর মায়ের সঙ্গে বড় চৌরাস্তা এলাকার জেলা হাসপাতাল উর্সলা কমপ্লেক্সে থাকতেন। সুমিতের মা জানিয়েছেন, তিনি নিজের ডিউটি শেষে রাতে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন, নাতির দেহ বিছানায় পড়ে রয়েছে এবং স্নেহার দেহ ঝুলন্ত অবস্থায়।

তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক দু''জনকেই মৃত ঘোষণা করেন। সুমিতের শ্বশুর ও স্নেহার বাবা অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে মানসিকভাবে অত্যাচারিত করা হচ্ছিল যৌতুক হিসাবে গাড়ি দেওয়ার জন্য। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলার পর জানা গিয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু ঝামেলা চলছিল। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত মোদী ও তামিম, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক উভয়ের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। হায়দরাবাদ হাউসে উভয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। মঙ্গলবার হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির উপস্থিতিতে ভারত ও কাতারের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চুক্তি বিনিময় হয়। এছাড়াও ভারত ও কাতারের মধ্যে আয়ের উপর করের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ কর এড়ানো এবং রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের জন্য সংশোধিত চুক্তির বিষয়ে চুক্তি বিনিময় হয়েছে।সোমবার রাতে দু''দিনের সফরে ভারতে এসেছেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। দিল্লির বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত সফরে আসা কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানিকে এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও, কাতারের আমিরকে গার্ডঅফ অনারও প্রদান করা হয়। ভারত সফরে আসা কাতারের আমিরের সঙ্গে এসেছে একটি উচ্চ পর্য্যায়ের কাতারি প্রতিনিধি দলও। যাদের রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কংগ্রেস তোষণ ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে জর্জরিত : তরুণ চুগ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তেলেঙ্গানা কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করেছে, রাজ্যের সমস্ত মুসলিম কর্মচারীদের রমজানের সময় ২ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিকেল ৪-তে ছুটি দেওয়া হবে। তেলেঙ্গানা সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা তরুণ চুগ। মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তরুণ চুগ বলেছেন, 'কংগ্রেস তোষণ, তুষ্টিকরণ ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে ভরপুর। আপনারা কেন নবরাত্রি, গণেশ পুজো, শিবরাত্রি, গুরু পূর্ণিমা, বুদ্ধ পূর্ণিমা এবং ইস্টারের মতো উৎসবগুলি ভুলে যান? তাঁরা শুধু ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি এবং তুষ্টির রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে।'

পুড়ল বসত ঘর

● প্রথম পাতার পর

থাকেন। শ্রীবাস সাহার বাড়িতে ভাড়াটিয়া থাকেন এক দম্পতি। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, প্রতিনিয়ত রাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রচন্ড ঝগড়া লেগেই থাকত। তবে কি নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ব্যাপক ঝগড়া হত তা কেউ কিছুই জানে না। গতকাল গভীর রাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রচন্ড ঝগড়া হয়। একটা সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার তীব্রতা এতটাই ছিল স্ত্রীর শাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় স্ত্রী নিজেই। সেই আগুন থেকেই শ্রীবাস সাহার বসত ঘর সহ রান্নাঘরটি একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আরও জানা গিয়েছে, আগুনের লেলিয়ান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ঘরের আসবাবপত্র, স্বর্ণালংকার, সহ কাগজপত্র। ওই অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় আনুমানিক কয়েক লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানা গিয়েছে।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

ছিটকে পড়ে। তাতে চালক এবং দুই বন্ধু গুরুতর আহত হয়েছে। সাথে সাথে সানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

আয়োজিত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রার্থীদের বাছাই করে নিয়োগ করা হয়।

আজকের জব ফেয়ারেও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নিয়েছে এবং তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ করেছে। এই জব ফেয়ারের মাধ্যমে অনেক বেকার যুবক-যুবতী চাকরি পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

অসম-বঙ্গ সীমান্তের কাছে ১০ বিঘার বেশি অবৈধ আফিম বাগান ধ্বংস পুলিশ ও আবগারি দফতরের

গোসাঁইগাঁও (অসম), ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত গোসাঁওগাঁও কো-ডিস্ট্রিক্টের অধীন অসম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী এলাকায় ১০ বিঘার বেশি অবৈধ আফিম বাগান ধ্বংস করেছেন আসাম পুলিশ ও আবগারি দফতরের কর্মকর্তারা।

আজ মঙ্গলবার গোসাঁইগাঁও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) হীরেনকুমার ডেকা এ খবর দিয়ে জানান, তাঁর নেতৃত্বে অবৈধ চাষাবাদের জন্য পরিচিত কুখ্যাত অঞ্চল সংকোশ নদীর চর এলাকায় আবগারি দফতরের আধিকারিক ও কর্মচারী এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী নিয়ে অভিযান চালানো হয়েছিল। নদী পেরিয়ে আফিম খেতে পৌঁছেন তাঁরা। সেখানে আফিম চাষে একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক কাজ করছে বলে জানান তিনি।

এসডিপিও ডেকা জানান, আফিম খেতে পৌঁছে যৌথ বাহিনী ট্রাক্টর-লাঙ্গলের সাহায্যে ফসল ধ্বংস করেছে। তাঁরা অনুমান করছেন, এক কেজি আফিমের বাজারমূল্য প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকা হলে অবৈধ খেতে বেশ কয়েক কোটি টাকার আফিম নষ্ট করা হয়েছে। তিনি জানান, অবৈধ আফিম চাষের জন্য দায়ীদের শনাক্ত করে তাদের গ্রেফতারের প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে।

রেকর্ড গড়েই চলেছে মহাকুম্ভ, ৫৪.৩১ কোটির বেশি ভক্তের পুণ্যস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা। এযাবৎ মহাকুম্ভ মেলায় আগত ৫৪.৩১ কোটির বেশি ভক্ত পুণ্যস্নান করেছেন। শুধুমাত্র মঙ্গলবার ভোররাত থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ৯৯.২০ লক্ষের বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। উত্তর প্রদেশের তথ্য দফতর থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার বিকেল ৪টে পর্যন্ত ৯৯.২০ লক্ষের বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৫৪.৩১ কোটির বেশি ভক্ত শাহী স্নান করেছেন সঙ্গমে।

চলতি বছরে মেলা শুরু হয়েছে গত ১৩ জানুয়ারি থেকে। চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রশাসন ভেবেছিল ৪০ কোটি পুণ্যার্থী জড়ো হতে পারেন মেলায়। কিন্তু বাস্তবে হল তার অনেক বেশি। দেশ থেকে বিদেশ, কাতারে কাতারে ভক্ত সমাগম হয়েছে মহাকুম্ভে। এখনও পর্যন্ত ৫৪.৩১ কোটির বেশি ভক্ত মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছেন।

মুসলিমদের সমর্থন করে তোপ মমতার, দিলেন হিন্দু ধর্মের জন্য তাঁর কীর্তিতালিকা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "বাংলায় ৩০% মুসলিম থাকে। তারা শিক্ষা নেবে না? তাদের একঘরে করতে হবে? মারতে হবে? খুন করতে হবে? মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে এই প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুভেন্দুবাবুকে উদ্দেশ করে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, "বাইরে আপনারা কী বলেছেন আমি দেখেছি। আপনারা বললেন, হিন্দু ধর্ম নিয়ে কথা বলছিলেন বলে সাসপেন্ড! আপনি কবে থেকে হিন্দু ধর্মের নেতা হলেন? হিন্দু ধর্ম এত ছোট? যারা 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' বলেছেন সেই হিন্দু ধর্ম, এই হিন্দু ধর্ম আলাদা?"

রাজ্যে হিন্দু ধর্মের জন্য কী কী করেছেন, তার খতিয়ানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "স্বামীজির বাড়ি দখল হয়ে যাচ্ছিল। নিবেদিতার বাড়ি দখল রুখেছি। এগুলো কোন ধর্মের? উত্তর আছে বন্ধুরা? তারাপীঠের মন্দিরের গেট কারা করেছিল? আমরা। দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক আমরা করেছি। কঙ্কালীতলা সতীপীঠ আমরা সাজিয়ে দিয়েছি, মদনমোহন মন্দির করেছি। কালীঘাটে স্কাইওয়াক আমরা করছি।" গঙ্গাসাগর মেলায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও সরব হন তিনি।

১৪ এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি পরপর দুদিন ছুটি ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। তা নিয়ে শুভেন্দুবাবুরা অভিযোগ করেছিলেন, শবে বরাতের জন্য দুদিন ছুটি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর জবাব, "বললেন, আমি মুসলিম লিগ তাই শবে বরাতে দুদিন ছুটি দিয়েছি। আমি চ্যালেঞ্জ করছি।"

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৪ তারিখ শবে বরাত এবং ১৫ তারিখ পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। মমতার চ্যালেঞ্জ, "আমায় মুসলিম লিগ বলছেন? আপনারা তো নির্বাচনের সময় সাহায্য নেন মুসলিম লিগের। বেলুন ফাঁস করব? ধর্ম বিক্রি করে খাচ্ছেন, মানুষ নজর রাখছে।"

মমতার বিরুদ্ধে বারবার সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ উঠেছে। এদিন সেই প্রসঙ্গে জবাব দিতে গিয়ে মমতা বলেন, এত যে বাজে কথা বলছেন, কেউ যদি একটা আন্দোলনের ডাক দেয় নিজেকে সামলাতে পারবেন তো?"

গণ ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

অনিহা প্রকাশ করবে। এতে রাজ্যের এবং মানুষের মারাত্মক ক্ষতি হবে। তাই বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করেই আজকের এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

তাই সারা ভারত কৃষক সভার তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, অতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতি নিরূপণ করা, ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জন্য মরশুমি বীজ ধান এবং সবজি চাষের জন্য আর্থিক সাহায্য করা হোক। তাছাড়া, বীজ, প্রয়োজনীয় সার, কিটনাশক সহ কৃষি যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে দেওয়া, কৃষকদের বিনামূল্যে জল সেচের ব্যবস্থা করা, সমস্ত কৃষকদেরকে কৃষক সম্মাননিধি ভাতা দেওয়া, ডুকলি কৃষি মহকুমা এলাকায় সমস্ত এল আই. স্কিম এবং ডি টি ডাব্লু স্কিম গুলিকে সেচের উপযুক্ত করে চালু রাখা হোক।

পাশাপাশি, আরও দাবি জানিয়েছে, বন্যায় যে সকল জলাশয়ের ক্ষতি হয়েছে সেই মৎস চাষীদের আর্থিক সাহায্য দিতে হবে এবং যে সকল চাষীরা সরকারী আর্থিক অনুদান পেয়েছেন, তাদের নামের তালিকা প্রকাশ করা, রাজ্যে ৬০ উর্দ কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের ভাতা প্রদান করা। এই দাবিগুলো নিয়ে এদিন সারা ভারত কৃষক সভার ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্পাদক রাজকুমার চৌধুরী, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ডুকলি মহকুমা কমিটির সম্পাদক পঙ্কজ ঘোষ, অজয় দে, শ্রীনিবাস বনিক, পিনাক পানি সেনের ৫জনের প্রতিনিধি ডেপুটেশনে মিলিত হন।

২০শে

● প্রথম পাতার পর

রামলীলা ময়দানে ২০ ফেব্রুয়ারি একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান হবে। দিল্লির প্রতিটি মানুষ উচ্ছ্বসিত। লোকজন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে এবং বলছে, তাঁরা এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের অংশ হতে চায়। বিজেপি দিল্লির মানুষের ইচ্ছা পূরণ করতে কাজ করছে।'

গ্রেপ্তার দুই

● প্রথম পাতার পর

চম্পকনগর আউটপোস্টের পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে গাড়িটি আটক করে। গাড়িটি আটক করে মোট ৭৫ হাজার বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় গাড়িসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে জিরানিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

জয়ে ফিরেছে সংহতি ক্লাব টানা ৪ ম্যাচে পরাজিত ফ্রেন্ডস

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস - ৬৫ সংহতি - ৬৯/১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয় যেনও পিছু ছাড়ছে না ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের। টানা চার ম্যাচে পরাজিত হয়ে অবনমনের দৌড়ে রয়েছে পোস্ট অফিস চৌমুহানি সংলগ্ন ওই ক্লাবটি। অপরদিকে দুরন্তভাবে ঘুরে দাঁড়ালো গেলোবারের ত্রিমুকুট জয়ী সংহতি ক্লাব। শেষ ম্যাচে জে সি সির বিরুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর দলীয় ক্রিকেটাররা কতটা তেঁতে ছিলেন তার আভাস এ দিন পাওয়া যায় মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে। বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত আসরে ইউনাইটেড ফ্রান্সের গড়া মাত্র ৬৫ রানের জবাবে সংহতি ক্লাব ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে সংহতি বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে 'তাসের ঘরের' মতো ভেঙ্গে যায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ইনিংস। দল ১৯.১ ওভার ব্যাট করে গুটিয়ে যায় মাত্র ৬৫ রানে। দলের পক্ষে সাগর শর্মা ১৫ বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং ওপেনার বিশাল ঘোষ ৫১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন।

দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ১২ রান। সংহতি ক্লাবের পক্ষে সঞ্জয় মজুমদার ৯ রানের এবং সানি সিং ২৪ রানে চারটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে সংহতি ক্লাব ৭ ওভার ব্যাট করে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে রানা দত্ত ৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রানে এবং তন্ময় ঘোষ ১৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে কারণ শাহ২০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ রান করেন। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে ৩ টি ম্যাচে জয় পেয়েছে সংহতি। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে জয়ের মুখ দেখতে পারেনি ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস।

মহিলা ক্রিকেটে শিউলির ঝড়ো ১৩৬ রান ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে গ্রুপে সেরা তরুণ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তরুণ সংঘ। এবার লক্ষ্য সাফল্যের দিকে।

এদিকে, হোঁচট খেলো ইউনাটেড ফ্রেন্ডস। টানা ৩ ম্যাচে জয়ের পর মঙ্গলবার হারতে হলো তরুণ সঙ্ঘের বিরুদ্ধে। ৭৩ রানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক একদিবসীয় ক্রিকেটে। এদিন পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে তরুণ সঙ্ঘের গড়া ২৫৯ রানের জবাবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ১৮৬ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের শিউলি চক্রবর্তী ১৩৬ রান করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সঙ্ঘ নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৫৯ রান করে। দলকে বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন রাজ্যদলের ক্রিকেটার শিউলি। মরশুমে প্রথম শতরান করেন ওই অলরাউন্ডারটি। শিউলি ১১৭ বল খেলে ১৮ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩৬ রানের ঝলমলে ইনিংস উপহার দেন। এছাড়া দলের পক্ষে সুলক্ষ্মণা রায় ৭০ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ এবং প্রীয়াঙ্কা সাহা ৪৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৫ রান। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে সুরভি রায় ২৫ রানে এবং অঙ্কিতা পাটারি ৪১ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে নির্ধারিত ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ১৮৬ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে নিকিতা দেবনাথ ৬২ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪,প্রীয়াঙ্কা নোয়াতিয়া ৯৪ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯,রেশমি নোয়াতিয়া ৭৪ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং সুরভি রায় ২৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৮ রান। তরুণ সঙ্ঘর পক্ষে পৌলমী পাল ৩১ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে সবকটি ম্যাচে জয় পেয়ে 'সি' গ্রুপের শীর্ষে তরুণ সঙ্ঘ।

সদর ক্রিকেটে অঘটন, এগিয়ে চল-কে হারিয়ে জুয়েলস কোচিং সেন্টার সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে অঘটন। অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে গ্রুপ বি এর সেরা দল এগিয়ে চল সংঘকে সাত রানের ব্যবধানে কর্তৃত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে জুয়েলস কোচিং সেন্টার চমক তৈরি করেছে।

গ্রুপ-এ থেকে চতুর্থ স্থানাধিকারী দল হিসেবে জুয়েলস কোচিং সেন্টার কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ কে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস দিতে জুয়েলস কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ২১০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ক্রীশ ভৌমিকের দুর্দান্ত সেঞ্চুরি বেশ উল্লেখযোগ্য।

ক্রীশ ৮৩ বল খেলে বারোটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৩ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বোলিংয়েও ৩৫ রানের বিনিময়ে দুটি উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে একদিকে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। ব্যাটিংয়ে এগিয়ে চল সংঘের স্নেহাল দত্তের ৮২ রান এবং শঙ্খদীপ দাসের ৪১ রান উল্লেখযোগ্য হলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। বোলিংয়ে এগিয়ে চল সংঘের চন্দ্রস্নাত গোস্বামী ৪১ রানে তিনটি এবং জুয়েলসের শুভম গন ৩৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল।

সুপার ডিভিশন ক্লাব লীগ ক্রিকেটে স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে ফের জয়ী হার্ভে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের জয়ী হার্ভে ক্লাব। টুর্নামেন্ট শুরুতে প্রথম ম্যাচে জয়ের পর লাগাতার দুই ম্যাচে পরাজিত হলেও হার্ভে ক্লাব আজ, মঙ্গলবার দশ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে। স্ফুলিঙ্গের ভাবনায় ছিল আজ হার্ভেকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করে নেবে। কিন্তু মাঠে ফল হয়েছে উল্টোটা। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে হার্ভে ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। এবং নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ২৭১ রান সংগ্রহ করে। জবাবে স্ফুলিঙ্গের ব্যাটার্সরা নির্ধারিত ৫০ ওভার ফুরিয়ে যাওয়ার সাত বল বাকি থাকতে ২৬১ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। বোলিংয়ে স্ফুলিলিঙ্গের বিজয় রায় ৬০ রানে ৫টি

উইকেট পেলেও হার্ভের অমিত চৌহান ৩৪ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, বিজয় কোহিল পেয়েছে ৩৩ রানে তিনটি উইকেট।

ব্যাটিংয়ে হার্ভের রিয়াজুদ্দিনের ৮৬ রান এবং তেজস্বী জয়সোয়াল এর ৮৩ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। রিয়াজ ১২১ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৮৬ রান পায়।

এদিকে তেজস্বী ৮৬ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৩ রান সংগ্রহ করে। স্ফুলিঙ্গের নিরুপম সেন সর্বাধিক ৬৪ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি।

৩ বছর শুধু ম্যাগি খেয়েছে, টাকা-কড়ি ছিল না! পাণ্ডিয়া ভাইদের অভাবের গল্প শোনালেন নীতা আম্বানি

আইপিএল আবির্ভাব যেমন দুনিয়ার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ভোল বদলে দিয়েছিল, ঠিক একইরকম ভাবে জীবন বদলে গিয়েছে বহু ক্রিকেটারের। সুপ্ত প্রতিভারা আজ বিশ্বক্রিকেটে তারকায় পরিণত হয়েছেন। দিন আনি দিন খাই থেকে তাঁরা এখন কোটিপতি! সেই তালিকায় ছিলেন হার্দিক এবং ক্রুণাল পাণ্ডিয়াও। একটা সময় অর্থের অভাবে তাঁরা নাকি কেবল ম্যাগি খেয়ে চালিয়েছেন তাঁরা! আজ বিশ্বাস করা কঠিন হলেও সত্যিটা তুলে ধরলেন খোদ নীতা আম্বানি।মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাঁর কাছে পরিবার। একথা বরাবর বলে এসেছেন মালকিন নীতা আম্বানি। তাই নিজের দলের ক্রিকেটারদেরও খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। তাঁদের সঙ্গে নানা ভালো-খারাপ মুহূর্ত ভাগ করে নিয়েছেন। আর আইপিএলে পাঁচবারের জয়ী দল সেই মুম্বইয়ের দুই সদস্য হার্দিক এবং ক্রুণালের প্রথমদিককার কথা তুলে ধরলেন নীতা। মুকেশ আম্বানির পত্নী জানান, আইপিএলের একেবারে গোড়ার কথা। পাণ্ডিয়া ভাইয়েরা যখন রোগা-পাতলা ছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎ হয় নীতার। এই টুর্নামেন্টে সুযোগ পাওয়ার আগে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তাঁদের পরিবার। নীতা আম্বানির কথায়, ''আইপিএলে একটা নির্দিষ্ট টাকা খরচের নিয়ম রয়েছে। ফলে হুট করে কাউকে দলে নেওয়া যেত না। তাই প্রতিভা খোঁজার জন্য আমি আর আমার দল রনজি ট্রফি-সহ নানা ঘরোয়া ক্রিকেট ম্যাচে পৌঁছে যেতাম। একদিন দুজন রোগা-পাতলা ছেলেকে আমার দল ক্যাম্পে নিয়ে এল। ওদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি টাকার অভাবে তিন বছর ধরে ওরা নাকি শুধু ম্যাগি খেয়ে কাটিয়েছে!''নীতা জানান, ওই দুই ক্রিকেটারের মধ্যে তিনি খেলার প্রতি প্যাশন, ভালো খেলার খিদেটা খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই যে নজরে পড়েছিলেন, তারপর থেকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি হার্দিক-ক্রুণালকে। ২০১৫ সালের আইপিএল নিলামে হার্দিককে ১০ লাখে দলে নেয় মুম্বই। আজ যিনি দলের অধিনায়ক। ২০১৬ সালে মুম্বই দলে ২ কোটিতে খেলার সুযোগ পেয়ে যান ক্রুণালও।তবে দুই ভাইয়ের পাশাপাশি জশপ্রীত বুমরাহর মতো প্রতিভা তুলে আনার মূল্যবান কাজটিও করেছিল নীতা আম্বানির দল। ২০১৩ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দেন বুমরাহ। পরের বছর নিলামে ওঠে ভারতীয় পেসারের নাম। ১.২ কোটিতে তাঁকে কিনে নেয় মুম্বই। বাকিটা ইতিহাস।

পূজার ভেলকিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করে সুপার সিক্স-এ খেলা নিশ্চিত মৌচাকের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তৃতীয় জয় পেলো মৌচাক ক্লাব। জয়ের হ্যাটট্রিক। হারালো চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার কে। এই জয়ের সুবাদে মৌচাক ক্লাব সুপার সিক্স-এ খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। মঙ্গলবার ৯ উইকেটে পরাজিত করলো চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক এক দিবসীয় ক্রিকেটে। এদিন মোহনপুরের তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে পূজা দাসের ভেলকিতে কুপোকাৎ হয় চাম্পামুড়া। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৬০ রানে গুটিয়ে যায় চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। দল সর্বোচ্চ ১৯ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে রিমশা কর্মকার ৫০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দলের ৬ জন ব্যাটসম্যান শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরেন। মৌচাকের পক্ষে পূজা দাস পাঁচ রানে পাঁচটি এবং অস্মিতা দাস পাঁচ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মৌচাক ক্লাব ৮.২ ওভার ব্যাট করে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে মৌটুসী দে ১৪ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রানে এবং অনুষ্কা শীল ২৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রানে অপরাজিত থেকে যান। আসরে ৩ ম্যাচ খেলে ৩ টিতেই জয় পেয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করলো কানু দাসের দল মৌচাক।

স্টেডিয়াম থেকে ভারতের পতাকা উধাও! চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগেই বিতর্কে পাকিস্তান

দুদিন পরেই শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। অংশগ্রহণকারী দলগুলির অনেকেই পৌঁছে গিয়েছে পাকিস্তানে। মেগা টুর্নামেন্টের জন্য অনুশীলন শুরু করেছে ভারতও। তার মধ্যেই ফের নতুন করে বিতর্কে জড়াল পাকিস্তানের স্টেডিয়াম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক দলের পতাকা উড়তে দেখা গিয়েছে সেখানে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেখানে নেই ভারতের পতাকা।চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত-পাকিস্তান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রবল ডামাডোল হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে পাকিস্তানে খেলতে যেতে চায়নি টিম ইন্ডিয়া। শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে সমস্যা সমাধান হয়েছে। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলবে ভারত। তারপরে জার্সি নিয়েও শুরু হয় জটিলতা। খবর ছড়ায়, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত যে জার্সি পরে নামবে, সেখানে লেখা যাবে না 'পাকিস্তান' শব্দটি। আয়োজক দেশ হলেও রোহিতদের জার্সিতে তাদের নাম চাইছে না বিসিসিআই। গোটা ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পাক বোর্ড। তবে শেষ পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে 'পাকিস্তান' লেখা থাকবে বলেই জানা গিয়েছে।আগামী বুধবার থেকে শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। কিন্তু তার আগে ফের ভারত-পাক বিতর্ক শুরু হল। করাচি স্টেডিয়ামের একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মেগা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি দেশের পতাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু সেখানে নেই ভারতের তেরঙ্গা। ভিডিও ভাইরাল হতেই প্রশ্ন উঠছে, কেন ভারতের পতাকা বাদ দেওয়া হল করাচির স্টেডিয়াম থেকে? অনেকের দাবি, ভারত যেহেতু পাকিস্তানে খেলবে না সেই জন্যই হয়তো পতাকা রাখা হয়নি। কিন্তু অনদের মত, অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক দেশের পতাকাই সমান গুরুত্ব সহকারে স্টেডিয়ামে রাখা উচিত।

বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশনে ব্লাডমাউথের বিজয় রথ থামালো জেসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্লাডমাউথের বিজয় রথ থামালো জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। টানা দ্বিতীয় জয় ছিনিয়ে নিয়েছে জেসিসি। টিসিএ আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ৩ উইকেটের ব্যবধানে ব্লাডমাউথ ক্লাব কে পরাজিত করেছে। ব্লাড মাউথ ক্লাব পরপর তিন ম্যাচে জয়ী হলেও চতুর্থ ম্যাচের মাথায় থমকে দাঁড়াতে হলো জেসিসি-র কাছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ব্লাড মাউথ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ৩৭ ওভার খেলে ১৫০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে মনি শংকর মুড়াসিংয়ের ৭১ রান উল্লেখযোগ্য। মনিশঙ্কর ৭২ বল খেলে ছটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭১ রান সংগ্রহ করে।

জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের বোলার অর্জুন দেবনাথ চব্বিশ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দারুন সাফল্য পেয়েছে। এছাড়া, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ পেয়েছে দুটি উইকেট ১১ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ২৯ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে সম্রাট সূত্রধর ও হিমাংশু সিংহ দুজনেই ৪৪ করে রান করে দলকে জয় এনে দেয়। ব্লাডমাউথের মনি শংকর ৩৯ রানে তিনটি উইকেট পেলেও দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। উপরন্ত অর্জুন দেবনাথ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে জিবি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে প্রগতি সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিতভাবেই প্রগতি প্লে সেন্টার সেমিফাইনালে পৌঁছুলো। আগামী কুড়ি ফেব্রুয়ারি সদর ক্রিকেটের সেমিফাইনালে প্রগতি প্লে সেন্টার, চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের মুখোমুখি হবে। আজ, মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রগতি প্লে সেন্টার ১১১ রানের বড় ব্যবধানে জিবি প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। নরসিংগড়ে পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে মঙ্গলবার সকালে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রগতি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভার শেষ ওভার ১ বল বাকি থাকতে সব কটি উইকেট হারিয়ে প্রগতি প্লে সেন্টার ২০৫ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে শ্রেষ্ঠাংশু দেবের ৫৭ রান এবং দীপজ্যোতি বণিকের ৩৪ রান উল্লেখযোগ্য। জিবি প্লে সেন্টারের অভয় দেব ১৩ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জিবি প্লে সেন্টার ৩৫.৪ ওভার খেলে ৯৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

দলের পক্ষে শ্রেয়ান ভৌমিক সর্বাধিক ২১ রান পায়। প্রগতি প্লে সেন্টারের রাজদীপ দেব দশ রানে এবং অনিকেষ বিশ্বাস ২৮ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে অনিকেষ বিশ্বাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

দলে ৫ স্পিনার! দুবাইয়ে আদৌ দরকার? চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোহিতদের দল নির্বাচন নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

দুবাইয়ের মাঠ মানে সকালে মন্থর পিচ, রাতে শিশির, সতেজ ঘাস এবং ব্যাটারদের স্বর্গ। সেখানেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সব ম্যাচ খেলবে ভারত। যেখানে খেলার জন্য ১৫ জনের দলে পাঁচ জন স্পিনারকে নিয়ে যাচ্ছেন গৌতম গম্ভীরেরা। এত জন স্পিনারের আদৌ প্রয়োজন হবে কি দুবাইয়ে?১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারতের প্রথম ম্যাচ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। দুবাইয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি সেই ম্যাচ খেলবেন রোহিত শর্মারা। পরের দু'টি ম্যাচ পাকিস্তান (২৩ ফেব্রুয়ারি) এবং নিউ জিল্যান্ডের (২ মার্চ) বিরুদ্ধে। ভারতীয় দলে স্পিনার হিসাবে রয়েছেন কুলদীপ যাদব এবং বরুণ চক্রবর্তী। এ ছাড়াও তিন স্পিনার-অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা, অক্ষর পটেল এবং ওয়াশিংটন সুন্দরকে দলে রেখেছে ভারত। চোটের কারণে জসপ্রীত বুমরাহ ছিটকে যাওয়ার পর সেই জায়গায় বরুণকে দলে নেয় ভারত। ফলে আরও এক জন স্পিনার বেড়ে যায়। তিন জন পেসার মহম্মদ শামি, হর্ষিত রানা এবং অর্শদীপ সিংহ দুবাই গিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে পাঁচ জন স্পিনারকে দুবাই নিয়ে যাওয়ায়।দুবাইয়ের পিচ কেমন?-দুবাইয়ের মাঠের আকৃতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বাকি মাঠগুলির চেয়ে কিছুটা আলাদা। স্টেডিয়ামের ছাদ অনেকটা এগোনো। ফলে গোল মাঠটির উপরে খুব বেশি ফাঁকা জায়গা নেই। মাঠটি বদ্ধ ধরনের। এক সময় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কোচ ছিলেন রবিন সিংহ। তিনি এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "মাঠটা বদ্ধ। দুবাইয়ে তাই কোন পিচে খেলা হচ্ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সেটার উপর নির্ভর করে দলের প্রথম একাদশ। দুবাইয়ে মাঠের মাঝে একটি পিচ আছে। বাকি দু'টি পিচ কিছুটা ধার ঘেঁষে। দুপুর ৩টের পরে সে ভাবে আর রোদ থাকে না মাঠে। তাই বাঁদিকে পিচটা মন্থর। কারণ ওই পিচে খুব বেশি সময় রোদ লাগে না। মাঠ এমন ভাবে তৈরি যে মাঠের কোথাও খুব বেশি সময় রোদ থাকে না। তবে মাঠে যথেষ্ট গরম হয়। সেই সঙ্গে আর্দতাও বেশি। যে কারণে শিশির পরে মাঠে।'' ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার দিলীপ বেঙ্গসরকার বলেন, ''দুবাইয়ে বল খুব ভাল ব্যাটে আসে। পেসারেরা দারুণ সাহায্য পায়। পাকিস্তান যে কারণে দলে স্পিনারের চেয়ে পেসার নিয়েছে। যদিও ওদের খুব বেশি হলে দুটো ম্যাচ দুবাইয়ে খেলতে হবে।''দুবাইয়ের শিশির-দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ হেমাঙ্গ বাদানি। তিনি দুবাই ক্যাপিটালসেরও কোচ ছিলেন। দুবাই ছিল তাঁর দলের ঘরের মাঠ। ফলে তিনি খুব ভাল ভাবেই জানেন সেই মাঠের চরিত্র। বাদানি মনে করেন শিশির পড়লেও তা খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না ম্যাচে। তিনি বলেন, ''দুবাই ক্যাপিটালসে আমরা প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলাম প্রথম একাদশে চার জন পেসার এবং দু'জন স্পিনার নিয়ে। কিন্তু শেষের দিকে আমরা এক জন বাড়তি স্পিনার খেলাতাম। কারণ পিচ মন্থর হতে শুরু করল। এই সময় শিশির পড়লেও তার পরিমাণ কম। স্পিনারদের তাই সাহায্য পেতে অসুবিধা হবে না।'' মাঠে শিশির থাকলে দু'জন রিস্ট স্পিনার খেলানো মুশকিল হবে ভারতের পক্ষে। তাঁদের বল গ্রিপ করতে সমস্যা হবে।দুবাইয়ে এক দিনের ক্রিকেট-ফেব্রুয়ারি মাসে এর আগে দুবাইয়ে সাতটি এক দিনের ম্যাচ হয়েছে। তার মধ্যে দু'টি ম্যাচে টেস্ট খেলিয়ে দেশ পাকিস্তান এবং ইংল্যান্ড খেলেছিল। সেই দু'টি ম্যাচেই রান তাড়া করতে নামা দল জিতেছিল। সেই দু'টি ম্যাচই হয়েছিল ২০১২ সালে। ফলে তখনকার সময়ের সঙ্গে এখনকার সময়ের তুলনা করা কিছুটা কঠিন। মার্চ মাসে টেস্ট খেলিয়ে দেশের মধ্যে হওয়া এক দিনের ম্যাচের দু'টিতেই প্রথমে ব্যাট করা দল জিতেছিল। এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৫৮টি ম্যাচ হয়েছে দুবাইয়ের মাঠে। তার মধ্যে ২২টি ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করা দল জিতেছে।আগে বল করলে সুবিধা-চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচগুলি শুরু হবে দুপুর ২:৩০ (ভারতীয় সময়) থেকে। দুবাইয়ের সময় অনুযায়ী শুরু হবে দুপুর ১টা থেকে। সেই সময় আবহাওয়া শুকনো থাকে। ফলে টস জিতে দুবাইয়ে আগে বল করলে স্পিনারেরা বাড়তি সুবিধা পাবেন। আইসিসি প্রতিযোগিতার কথা মাথায় রেখে দুবাইয়ের মাঠের কিছু পিচ সে দেশের টি-টোয়েন্টি লিগের সময় ব্যবহার করা হয়নি। ফলে অব্যবহৃত পিচেই খেলার সুযোগ পেতে পারে ভারত। রবিন বলেন, ''ওরা কিছু পিচ ব্যবহার করেনি টি-টোয়েন্টি লিগে। ফলে পিচে ঘাস থাকবে। ব্যাট করার জন্য যথেষ্ট ভাল উইকেট পাওয়া যাবে। তবে দুবাইয়ে পরে ব্যাট করলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। দুপুরে পিচে বেশি মন্থর থাকে।'' ফলে টস জিতলে রোহিত হয়তো বল করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আর ভারত সাদা বলের ক্রিকেটে রান তাড়া করে জিততেই বেশি স্বচ্ছন্দ।স্পিনারের বৈচিত্র-দুপুরের দিকে পিচ মন্থর থাকবে বলে স্পিনারেরা বাড়তি সুবিধা পাবেন বলে মনে করছেন রবিন। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন, ''সূর্য্যের আলো থাকলে স্পিনারেরা পিচ থেকে বেশি সাহায্য পাবে। ফলে এমন ভাবে দল তৈরি করতে হবে, যাতে ব্যাটিং গভীরতা থাকে আবার বল করার লোকও থাকে। দুবাইয়ে বল ভাল ব্যাটে আসে। ফলে বোলিংয়ে বৈচিত্র না থাকলে সমস্যা।'' ভারত সেই কারণেই জাডেজা, অক্ষর এবং ওয়াশিংটনের মতো তিন জন স্পিনার অলরাউন্ডার নিয়ে গিয়েছে দুবাইয়ে। তাঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেনই। তৃতীয় স্পিনার হিসাবে জায়গা করে নেবেন কুলদীপ এবং বরুণের মধ্যে এক জন। বাংলার প্রাক্তন স্পিনার শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতে ভারত বিপক্ষ দেখে স্পিনার বাছবে। তিনি বললেন, ''দুবাইয়ে যে সময় খেলা হবে, তখন ওখানে যথেষ্ট গরম। তাই স্পিনারদের বেশি বল করাতে হবে। ভারতের হাতে বিভিন্ন ধরনের স্পিনার আছে। বিপক্ষ দলের বাঁহাতি-ডানহাতি ব্যাটারের সংখ্যা বুঝে দল বাছতে হবে রোহিতদের।''অশ্বিনের পাল্টা যুক্তি-ভারতের এত জন স্পিনার নিয়ে যাওয়ার যুক্তি যদিও মানতে পারছেন না রবিচন্দ্রন অশ্বিন। দেশের অন্যতম সেরা স্পিনারের মতে যশস্বী জয়সওয়ালের মতো এক জন ব্যাটারকে বাদ দিয়ে বাড়তি স্পিনার নেওয়ার কোনও কারণ নেই। অশ্বিন বলেন, ''দুবাইয়ে এত জন স্পিনার নিয়ে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারছি না। পাঁচ জন স্পিনার নিয়ে আমরা যশস্বীকে বাদ দিয়েছি। তিন বা চার জন স্পিনার ঠিক আছে। কিন্তু দুবাইয়ে পাঁচ জন স্পিনার কেন? জানি না। আমার মনে হয় দলে এক বা দু'জন স্পিনার বেশি

রাজ্য সফরে মহারাষ্ট্রের পরিবেশমন্ত্রী পঙ্কজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। মহারাষ্ট্র সরকারের পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিবর্তন ও পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী পঙ্কজা গুপীনাথ মুন্ডে আজ দুদিনের সফরে রাজ্যে আসেন। রাজ্যে এসে তিনি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি আগরতলার লিচু বাগান স্থিত বেম্বো অ্যান্ড কেইন ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউশনে যান। সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রজাতির বাঁশ ও বাঁশের তৈরি বিভিন্ন কারুকার্য্য ঘুরে দেখেন। কথা বলেন এই ইনস্টিটিউশনে প্রশিক্ষনার্থী কারুশিল্পীদের সঙ্গে। পরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী পঙ্কজা বলেন ত্রিপুরার মত মহারাষ্ট্র বেম্বো মিশন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আগামী দিনে ত্রিপুরার সঙ্গে মহারাষ্ট্র সরকারের এই বিষয়ে মউ স্বাক্ষরিত হতে পারে। তিনি আশা প্রকাশ করেন বাঁশকে ভিত্তি করে আগামী দিনে নানা ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বাঁশ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রয়েছে। শুধু তাই নয় বাঁশকে ভিত্তি বিভিন্ন নির্মাণ কাজের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ রয়েছে। এদিন তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গেও বাঁশ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্র সরকারের পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিবর্তন দপ্তরের প্রধান সচিব বিনীতা সিঙ্গাল, রাজ্য সরকারের বেম্বু মিশনের সিইও চৈতন্য মূর্তি, অধিকর্তা মোহাম্মদ সাজাদ সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।

মার্চে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্কের শিলান্যাস ঃ টিংকু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ ফেব্রুয়ারি: কৈলাসহরের চন্ডীপুর ব্লকের অধীনস্থ বীরচন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সতেরো মিঞার হাওড়ে দীর্ঘ বছর ধরে কয়েকশো একর জমি পতিত পড়ে রয়েছে। সেই পতিত জমির মালিকরা সেই জায়গায় কৃষিকাজ সহ কোনো ধরনের চাষাবাদ করতে পারছেন না দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে। সেই পতিত জমিতে কিছু একটা করার জন্য এগিয়ে এলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী টিংকু রায় এবং পাশ্ববর্তী এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাশ। দুই মন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে সেই পতিত জমিতে গড়ে উঠতে শুরু করছে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক।

সতেরো মিঞার হাওড়ে কয়েকশো একর পতিত জমি থাকলেও প্রাথমিকভাবে দুইশো একর জায়গায় ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক গড়ে তোলা হবে। পরবর্তী সময়ে হয়তোবা এই ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্কটি আরও বড় করা হতে পারে। জায়গার মালিকরা স্বেচ্ছায় জমি দান করলেও কয়েকজন জায়গার মালিক বিষয় সম্পর্কে বুঝতে না পারায় জায়গা দিতে রাজি ছিলেন না। জায়গার মালিকদের মধ্যে যারা জায়গা স্বেচ্ছায় দান করতে রাজি ছিলেন এবং যারা অরাজি ছিলেন সব মালিকদের সাথে দুই মন্ত্রী বৈঠক করেন। বৈঠকটি বীরচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের হলঘরে অনুস্টিত হয়েছে।

বৈঠকে দুই মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস, দপ্তরের উপ অধিকর্তা সুজিত সরকার, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় সিংহ, ঊনকোটি জেলার বরিস্ট আইনজীবী সন্দীপ দেববায়, বীরচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত বেবী রংদ্র পাল, জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এল দারলং সহ আরও অনেকে।

বৈঠক শেষে মন্ত্রী সুধাংশু দাশ সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান যে, মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে সতেরো মিঞার হাওড়ে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একশো কোটি টাকার প্রজেক্ট পাঠানো হয়েছিলো। যা কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করে দিয়ে প্রথম ধাপে ৪৪ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বীরচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের হলঘরে বৈঠক শেষে মন্ত্রী টিংকু রায় সহ মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা সতেরো মিঞার হাওড়ের যে জায়গায় ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক গড়ে তোলা হবে সেই জায়গাটি পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী টিংকু রায় সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান যে, এই ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় জমির মালিকদের সাথে মোট তিনবার বৈঠক করা হয়েছে এবং উনারা স্বেচ্ছায় জমি দিচ্ছেন বলেই সেখানে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। এই ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্ক গড়ে উঠলে জমির মালিক সহ গোটা বীরচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষেরা অর্থনৈতক ভাবে সমৃদ্ধ হবে বলে জানান টিংকু রায়। এছাড়াও টিংকু রায় জানান যে, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী রাজিব সিং আগরতলায় আসবেন। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রী রাজিব সিং-কে দিয়ে এই ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকোয়া পার্কের শিলান্যাস করা হবে বলেও জানান।

উদ্ধার অজ্ঞাত ব্যক্তির দেহ

উলুবেড়িয়ায়, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশ থেকে মুখ বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হল অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির দেহ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, অন্য কোথাও খুন করে তাঁর দেহ এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র হৃদয় দাসের চিকিৎসায় সাহায্যের হাত বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি: কল্যাণপুর আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র হৃদয় দাস জটিল রোগে আক্রান্ত। তার পরিবারে বর্তমানে রয়েছেন তার মা ও দাদু। হৃদয়ের পিতা, মৃত সূর্য্য কুমার দাস, পাঁচ বছর আগে প্রয়াত হন। হৃদয়ের বড় ভাইও একই জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বর্তমানে তার মা কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করছেন।

হৃদয়ের অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কসহ বিজেপি নেতৃত্বরা তার পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। আজ কল্যাণপুর বিজেপি মন্ডল কমিটির উদ্যোগে মন্ডল কার্য্যালয়ে হৃদয়ের চিকিৎসার জন্য এক লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়, যাতে তার চিকিৎসার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা যায়। এই মানবিক উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, কল্যাণপুর মন্ডল সভাপতি নিতাই বল, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপসহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

এ প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, ''হৃদয়ের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সমাজের সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতা হৃদয়ের চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা সকলে একসঙ্গে থাকলে যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব। হৃদয়ের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি এবং তার পাশে সর্বদা থাকব।'' হৃদয়ের মা এই সাহায্যের জন্য বিধায়ক ও বিজেপি নেতৃত্বদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বিধায়কের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এই মানবিক উদ্যোগ হৃদয়ের পরিবারের জন্য আশার আলো হয়ে এসেছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ যদি এমন উদ্যোগে এগিয়ে আসে, তবে অনেক অসহায় পরিবার নতুন করে বেঁচে থাকার শক্তি পাবে।

রাজধানীর শ্রমভবনে জব ফেয়ার আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আজ শ্রম ভবনে এক জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়। এই জব ফেয়ারে রাজ্যের চারটি এবং বহিঃরাজ্যের একটি, মোট পাঁচটি কোম্পানিতে ১৩ টি ক্যাটাগরিতে আড়াইশোটি পোস্টের জন্য বেকার যুবক-যুবতীর থেকে বাছাই করে নিয়োগ করা হয়।

সকাল থেকে এখানে বহু চাকরি প্রত্যাশীদের লক্ষ্য করা গেছে।

এই জব ফেয়ারটি ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের একটি অংশ, যা বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি পেতে সাহায্য করে। এই প্রকল্পে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারী সহায়তা, জলসেচের অভাবে ক্ষতির সম্মুখীন পানচাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৮ ফেব্রুয়ারি: সরকারী সহায়তা থেকে বঞ্চিত কুমারঘাটের চিটাগাঙবস্তী এলাকার পানচাষীরা। পানের বরজে নেই জল সেচের ব্যাবস্থা, ফলে ক্ষতির সম্মুখীন উৎপাদন। চাষীরা চাইছেন তাদের চাষবাসের সুবিদার্থে সহায়তার হাত বাড়াক বর্তমান সরকার।

পান উৎপাদনে ক্ষতির মুখ দেখছেন কুমারঘাট চিটাগাঙবস্তী এলাকার পান চাষীরা। পানের বরজ ধুঁকছে সেচের জলের অভাবে। ফসল উৎপাদনে সমস্যায় পড়ছেন চাষীরা। উৎপাদন কম হওয়াতে বাজারে আকাশছোঁয়া হচ্ছে পানের দাম। ত্রিপুরার অর্থকরী ফসলের মধ্যে পান অন্যতম। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উৎপাদন হয়ে থাকে এই পান। তবে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটের চিটাগাঙবস্তী এলাকা এই পান চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। ত্রিপুরার রাজধানী শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন বাজারে রপ্তানি হয় কুমারঘাটের এই পান। এই এলাকার অধিকাংশ মানুষের জীবন জীবিকাই নির্ভর পান চাষের উপর। অথচ সেই পানচাষীরা চাষের ক্ষেত্রে সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলে তাদের অভিযোগ।

এলাকার তপন দে নামের এক পানচাষী জানান, এলাকার দুই শতাধিক পরিবারের একমাত্র উপায়ানের মাধ্যম এই পান চাষ। কিন্তু বর্তমানে তাদের রোজগারে টান পড়েছে অনেকটাই। পানের বরজে উপযুক্ত ফলনের জন্য প্রয়োজন সঠিক জলসেচের। কিন্তু জমির কাছে সেচের জলের ব্যবস্থা না থাকায় এই শুখা মরসুমে জমিতে ব্যাহত হচ্ছে জলসেচ, স্বাভাবিকভাবেই ব্যাঘাত ঘটছে উৎপাদনে। আর এর জেরে বরজেই নষ্ট হচ্ছে পান, বাজারেও বৃদ্ধি পাচ্ছে পানের দর।

তিনি আরো অভিযোগ করেন, বাজারে পান বিক্রীর ক্ষেত্রে তাদের জন্য নেই কোন শেডঘর। ফলে রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়েই উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে হচ্ছে তাদেরকে। তিনি দাবী জানান পানের সঠিক উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত জল সেচের ব্যাবস্থা করুক সরকার। উৎপাদন বাড়লে বাজারেও কমবে পানের দর উপকৃত হবেন পান চাষী থেকে সাধারন মানুষও।

এদিকে এলাকার আরো এক পান চাষীও তুলে ধরলেন তাদের হতাশার কথা। তিনি জানান, চলতি শুখা মরসুমে পানের বরজে জল দিতে না পারায় বড়ো পান দেওয়া যাচ্ছেনা ক্রেতাদেরকে। গাছে আসছেনা নতুন পানও। তিনি অভিযোগ করেন বিগত শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিলো পানের। সরকারীভাবে তারও কোন সহায়তা আজপর্যন্ত পাননি চাষীরা। তিনি দাবী জানান সরকারী সহায়তার সেচের অভাবে পানের উৎপাদনে টান পরায় রাজ্যের বাজারেও কমেছে যোগান, স্বাভাবিকভাবেই বেশি দরে বাজারে বিক্রি হচ্ছে পান।

ইউনিয়ন ও ভ্যাটের যৌথ উদ্যোগে

চিকিৎসার জন্য রাজধানীতে সাংবাদিকদের থাকার ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি : ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে জেলার সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আগরতলায় বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা ভলেন্টিয়ার হেলথ অ্যাসোসিয়েশন এই ঘোষণা দেয়। এই উদ্যোগের ফলে জেলার সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আগরতলা এলে থাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এবং ত্রিপুরা ভলেন্টিয়ার হেলথ অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে এই থাকার ব্যবস্থা করেছে।

জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকার জানিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আগরতলা এলে অগ্রিম জানিয়ে দিতে হবে এবং রুম বুকিং এর জন্য ৭০০৫৫৯০৪৪৬, ৯৮৬৩০৫২৬০২ এই দুটি ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। সুবিধাভোগীদের থাকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হবে। তবে নিজের পরিচয়পত্র নিয়ে আসতে হবে। চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণকারীদের জন্যই শুধু এই ব্যবস্থা রাখা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

কলেজ ছাত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব; রাজি না হওয়ায় মারধর, ধৃত দুই অভিযুক্ত

বারুইপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দ্বিতীয় বর্ষের এক কলেজ ছাত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মারধর, অভিযোগ ৩ যুবকের বিরুদ্ধে। বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তরুণীকে কলেজ থেকেই তুলে নিয়ে গিয়েই বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে বেরোনো মাত্রই তিন যুবক দু'টি স্কুটিতে এসে ছাত্রীটির মুখ চেপে অপহরণ করে। তারপর তাকে মারধর করে বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে চলে যায় বলে অভিযোগ। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বেতবেড়িয়া অঞ্চলে। ওই ছাত্রী চম্পাহাটির সুশীল কর কলেজে পরীক্ষা দিতে আসে, তারপর বেতবেড়িয়া রামকৃষ্ণ পল্লী অঞ্চলের তিনটি ছেলে তাকে তুলে নিয়ে যায়। প্রথমে কলেজের পাশে মারধর করে পরে গৌড়দহ এলাকায় নিয়ে গিয়ে প্রচন্ড মারধর করে বলে অভিযোগ। এরপর বাড়ির সামনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে চলে যায় অভিযুক্তরা। ওই ছাত্রীকে নানাভাবে উত্যক্ত করত অভিযুক্তরা, বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়েছিল। কিন্তু ছাত্রীটি না মানায় তাকে মারধর করে শাশ্বত বৈদ্য নামে অভিযুক্ত যুবক। সঙ্গ দেয় তার দুই সঙ্গী।গৌড়দহ চার্চ সংলগ্ন মাঠে ওই তরুণীকে সোমবার মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তারপর সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয় ওই কলেজ ছাত্রীকে। তার শরীরের বিভিন্ন অংশে চোট লেগেছে। ওই তরুণী চম্পাহাটি সুশীল কর কলেজের বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। বাড়ি বেলেগাছি পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায়। রাতেই যুবতীর পরিবারের লোকজন তাকে জখম অবস্থায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বারুইপুর থানায় অভিযুক্ত যুবক শাশ্বত বৈদ্য-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার পরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ওই তরুণী-সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তরুণীর অভিযোগ, কলেজে পরবর্তী পরীক্ষা দিতে এলে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে অভিযুক্ত শাশ্বত বৈদ্য।

সোমবারও কলেজে যাওয়ার সময় তরুণীর পিছু নিয়েছিল সে। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত তরুণী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। বারুইপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত শাশ্বত বৈদ্য ও তার এক সঙ্গী রাকেশ দাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অন্য আরেক অভিযুক্ত পলাতক। তার খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

গাড়িতে ধাক্কা ডাম্পারের মৃত্যু ৫ জনের

ভিন্ড, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ভিন্ড জেলায় ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৫ জন। এছাড়াও ২০ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভিন্ড-এটাওয়াহ রোডে জওহরপুরার কাছে। আহতদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটর বাইক ও পিকআপ গাড়িতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ২০ জন আহত হয়েছেন।

দুর্ঘটনার নিহতদের আত্মীয়রা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরে দুর্ঘটনাস্থলে যান ভিন্ডের পুলিশ সুপার।

এসডিএম অখিলেশ শর্মা বলেছেন, 'সকাল ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বেশ কয়েকজন মানুষ একটি লোডিং গাড়িতে যাচ্ছিলেন এবং ডাম্পার ট্রাকের সঙ্গে গাড়িটির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ৫ জন মারা গিয়েছেন ও প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন।' বিক্ষোভ প্রসঙ্গে এসডিএম জানিয়েছেন, আত্মীয় স্বজনরা আর্থিক সহায়তা দাবি করছেন। আমরা তাঁদের অবিলম্বে সাহায্য করেছি।

ঋণ মেটাতে না পারায় দোকান ক্রু করল ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারী: বিশালগড় কড়ুইমুড়া এলাকার ব্যবসায়ী অজয় ঘোষের ১৬ লক্ষ টাকার ঋণ সুদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ লক্ষ টাকা। ঋণ মেটাতে না পারায় ব্যাংকের কর্মকর্তারা তাঁর দোকান ক্রু করেছে।

প্রসঙ্গত, বিশালগড় কড়ুইমুড়া এলাকায় ব্যবসায়ী অজয় ঘোষ বেসরকারি ব্যাংক থেকে ১৬ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ১৬ লাখ টাকা সুদে আসলে ২৭ লক্ষ টাকা হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একাধিকবার মালিক পক্ষকে সে টাকা পরিশোধ করতে নোটিশ দিয়েছেন। কিন্তু অজয় ঘোষ সে টাকা পরিশোধ করার মতো কোনো রকম উদ্যোগ দেখার নেই। বাধ্য হয়ে বেসরকারি ব্যাংক সিপাহীজলা জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়। জেলাশাসক বিষয়টি খতিয়ে দেখেন এবং মালিক পক্ষকে কয়েকবার সময় দিয়েছেন লোন পরিশোধ করতে। তাতেও কোন সাড়া দেয়নি অজয় ঘোষ বাধ্য হয়ে জেলা শাসকের নির্দেশে বিশালগড়ের ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস মঙ্গলবার দুপুরে কড়ুইমুড়া এলাকায় অজয় ঘোষের একটি দোকান বিটি ক্রক করেন। সে দোকান বিটে এখন মালিক সেই বেসরকারি কোম্পানি।

পরীক্ষা হলে সিট নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি: পরীক্ষা হলের সিটকে কেন্দ্র করে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত দুই পড়ুয়া। জিবিতে স্থানান্তর করা হল এক পড়ুয়াকে, খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরো একজন।

একাদশ শ্রেনীর পরীক্ষার হলের সিটকে কেন্দ্র করে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক ছাত্রীকে স্থানান্তর করা হয় আগরতলা জিবি হাসপাতালে। রক্তাক্ত অবস্থায় খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে এক ছাত্র। ঘটনা সোমবার দুপুরে খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত গৌরাঙ্গটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে। আহত ছাত্রের নাম জিৎ সরকার,অপর ছাত্রীর নাম রেশমী দেব।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার ত্রিপুরা বোর্ডের একাদশ শ্রেনীর শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার হলে রোল নাম্বারের ভিত্তিতে হলের সিট নাম্বার বসানো হয় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দ্বারা। সেই মোতাবেক জিৎ সরকার ও তার রোল নাম্বারের ভিত্তিতে হলে বসানো সিট নাম্বারে গিয়ে বসলে পরবর্তী সময়ে রোনাল দেববর্মা নামক অপর আরেক ছাত্র তাকে ওই সিটে বাসার জন্য বাধা দিলে সেই নিয়ে দুই ছাত্রের মধ্যে বিবাদ শুরু হয় এবং একটা সময় রোনাল দেববর্মা জিৎ সরকারকে পরীক্ষা শেষে দেখে নেবার হুমকি দেয়। পরীক্ষা শেষে জিৎ সরকার পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে আসতেই রোনাল দেববর্মা, জিৎ সরকারের উপর তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে হামলে পড়ে এবং মারধর করতে থাকে। এই ঘটনা অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের নজরে আসলে ঘটনা সামাল দিতে ছুটে আসে রেশমী দেব। পরবর্তী সময় রোনাল দেববর্মা এবং তার বন্ধুরা রেশমিকেও মারধর করে। ফলে জিৎ সরকার এবং রেশমী দেব দুজনই গুরুতরভাবে আহত হয়। অবশেষে ঘটনাস্থলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছুটে আসলে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আহত ছাত্রছাত্রীদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে খোয়াই চেবরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসলে দুজনকেই প্রাথমিক চিকিৎসার পর রেশমী দেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে এবং জিৎ সরকারের উন্নত চিকিৎসার জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে চেবরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক। ঘটনায় গোটা বিদ্যালয় চত্বরে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas